৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৬ এর পাতায়

মাসান্তিক

৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ – ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ঃ ৩০ মে – ০৫ জুন , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 31, 30 May - 05 June 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অধিবেশন কক্ষে

ঢুকতে পারলেন না কাউন্সিলাররা। পুর বোর্ডের শাসক দলের প্রতিনিধিরা মাসিক অধিবেশন করলেন তাদের কাউন্সিলর্স ক্লাবে যার কোনো বৈধতা রইল না। পরিষেবা ব্যাহতের আশঙ্কা।

রবিবার : প্রতিশ্রুতি মত আগামী জুলাই মাস থেকে আয়ুষ্মান

ভারত প্রকল্প বাংলায় চালু হবে বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কেন্দ্র এই খাতে ৯৭৬ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সোমবার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় ডায়মন্ড মডেলের আস্ফালন

শেষ। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইতিমধ্যে কুখ্যাত জাহাঙ্গীর খানকে পিছনে ফেলে ১ লক্ষ ৯ হাজার ২১ ব্যবধানে জয় লাভ করলেন বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডা। দ্বিতীয় সিপিএম, চতুর্থ হল তৃণমূল।

মঙ্গলবার : ২/৩ দিনের ব্যবধানে পর পর ৪ বার জ্বালানি তেলের

দাম বেড়ে কলকাতায় পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম হল যথাক্রমে ১১৩.৪৭ এবং ৯৯.৮২ টাকা প্রতি লিটার। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম বাড়ায় এই বৃদ্ধি বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

বুধবার : বাংলাদেশ থেকে নানা সময়ে চোরা পথে এদেশে ঢোকা

অনুপ্রবেশকারীদের ভিড় বাড়তে শুরু করলো উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের হাকিমপুর সীমান্তে। ব্যাগপত্তর, বাসকোশন নিয়ে তারা সেখানে হাজির নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য। তারা পেয়েছে আধার, প্যান, ভোটার কার্ড আছে। মেয়েরা পায় লক্ষ্মীর ভান্ডার।

বৃহস্পতিবার: এসআইআর-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ

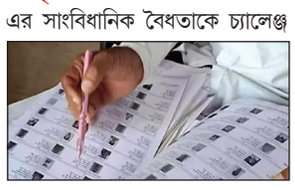

করে দায়ের করা একগুচ্ছ মামলার রায় দিয়ে সুপ্রীম কোর্ট জানিয়ে দিল এসআইআর সম্পূর্ণ বৈধ একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া চালানোর পূর্ণ অধিকার রয়েছে নির্বাচন কমিশনের।

শুক্রবার: রাজ্যে পরিবর্তনের সরকারের নির্দেশ মেনে আইন

অনুযায়ী এই প্রথম রেড রোড সহ শহরের রাস্তা ছেড়ে পবিত্র ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড, মাঠ ও মসজিদের ভিতর। একে খোলা মনে স্বাগত জানিয়েছে মুসলিমরাও। সরকারি ব্যবস্থাপনায় তারা খুশি। ● সবজান্তা খবরওয়ালা

তৃণমূলের জঙ্গলে আগুন লেগেছে বেরিয়ে আসছে বিষাক্ত সরীসৃপরা

ওঙ্কার মিত্র

বিগত তৃণমূল জমানার প্রায় প্রত্যেকটা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ প্রত্যেক বিরোধী দলের প্রচারে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলরাজ প্রসঙ্গ। আবার বাম ও কংগ্রেস জমানাতেও তৎকালীন বিরোধীরা জঙ্গলরাজের কথা তুলতো। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বাংলায় এই জঙ্গল এক জমানায় গড়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, স্বৈরাচারী মনোভাব এবং কুকথার ঝোপঝাড় ধীরে ধীরে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে মেরুদন্ডহীন তোলাবাজ, গুন্ডা, খুনি, দুষ্কৃতী নামক সরীসৃপদের বাসভূমি গড়ে উঠেছে।

বছর পাঁচেক বাদ দিলে ২৫ বছর ধরে গড়ে ওঠা কংগ্রেসী অত্যাচার, নৈরাজ্যের জঙ্গল সাফ করার আশা জাগিয়ে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসেছিল বামেরা। মানুষ ভেবেছিল এবার কংগ্রেসী জঙ্গল শেষ হয়ে সেখানে সুশাসনের আলো পৌঁছাবে। প্রথম প্রথম নানা তদন্ত কমিশন, কমিটি করে সে আশা জাগিয়েছিলেন জ্যোতিবাবুরা। কিন্তু সেই কমিশনের রিপোর্ট কখনও আলোর মুখ তো দেখলোই না বরং কংগ্রেসী দুষ্কৃতীদের দল ক্রমেই বাম নেতাদের আস্থাভাজন হয়ে বাম শাসনের হাতিয়ারে পরিণত হল। কয়েক মাসের মধ্যে বামেরা বুঝে গেল এদের এই সব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কংগ্রেসী রিগিংবাজ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার থেকে এদের দীর্ঘ শাসন কায়েমের কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ভাবনার সুফলও পেয়েছিলো বামেরা। তারা এই সব গুন্ডা, বদমায়েশদের এমন একটা টিম তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল যারা শত জনবিরোধী কাজ করার পরেও ৩৪ বছর ধরে একটা সরকারকে টিকিয়ে রেখেছিল। মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী হত্যা, বানতলা, ধানতলা, শিক্ষার দফারফা, শিল্প হত্যা, তোলাবাজি, দাদাগিরি করার পরেও এদের জন্যই জনসমর্থন অটুট রাখতে পেরেছিল বাম সরকার। এরা আদর্শগতভাবে কমিউনিস্ট না হলেও এরাই হয়ে উঠেছিল বাম নেতাদের সম্পদ কারণ ভোট করাতে, তোলা তুলতে, মিছিল-মিটিং ভরাতে এদের জুড়ি মেলা ভার।

তথাকথিত প্রগতিশীল বামেদের এই জঙ্গলরাজ খতম হল ২০১১ সালে। সকলে ফের আশা করে থাকলো, এই বার নিশ্চই লাল জঙ্গল সাফ হবে, ৩৪ বছরে যত বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড় জন্মেছে, বড় হয়েছে এবার নিশ্চই তাদের ধরা হবে। ১, ২, ৩, ৪ করে ১৫ বছর কেটে গেল কিন্তু কিছুই হল না। মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী খুনের কমিশন তৈরী হল, কিন্তু রিপোর্ট বেরোলো না। বদলা নয় বদল চাই-এর আড়ালে মমতা সব ধামা চাপা দিয়ে দিলেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

ব্যর্থতার দায়ে পদত্যাগ

শীর্ষ নেতৃত্বকে বার্তা কাকলি, তারক, অরূপের

নিজস্ব প্রতিনিধি : একেই বলে সময়ের পরিহাস। দুর্নীতির দায় নেবেন না বলে যিনি অটল সরকারের রেল মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন, অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেবেন না বলে মনমোহন মন্ত্রীসভা থেকে দলকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সেই মমতা ব্যানার্জীকে ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগের বার্তা শুনতে হচ্ছে নিজের দলের নেতা-কর্মীদের থেকে।

এতদিন কল্পনা-জল্পনা চলছিল ভিতরে ভিতরে। নিজের এলাকায় হারের দায় নিয়ে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতেই বোমা ফেটেছে। রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় কাউন্সিলার, চেয়ারম্যানদের পদত্যাগ চলছিলই, এবার কলকাতা পুরসভায় শুরু হয়েছে রক্তক্ষরণ। ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বরো চেয়ারম্যানরা। এর মধ্যে দলের বলিয়ে কইয়ে মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন। এর আগে আরও কয়েকজন মুখপাত্র ঋজু ও কোহিনুর শীর্ষ নেতৃত্বকে দায়ী করে সরে পড়েছেন। পদত্যাগ করেছেন সর্বভারতীয় মুখপাত্র শান্তনু সেনও। এবার মুখ খুলেছেন বিশ্বজিৎ দেব। তিনি যত দুর্নীতির জন্য সরাসরি মমতা ও অভিষেককে দায়ী করেছেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

রেলের হকার উচ্ছেদের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পরই নড়ে চড়ে বসল রেল দপ্তর। সম্প্রতি শিয়ালদহ বজবজ দক্ষিণ শাখার নুঙ্গি-আকরা-সন্তোষপুর এবং টালিগঞ্জ স্টেশনে হকার উচ্ছেদের জন্য স্টেশন স্টেশনে নোটিশ লাগিয়ে দিয়েছে। যেখানে রেল দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে অবৈধভাবে বিভিন্ন দোকান ও হকার থাকার কারণে রেলস্টেশনগুলি সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যার ফলে যাত্রী সাধারণের দাঁড়াবার জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। নোটিশ পাওয়ার ৫ দিনের মধ্যেই হকারদের জিনিসপত্র অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে তা নইলে আইনানুগ ব্যবস্থা করবে রেল দপ্তর। এই নোটিশ লাগানোর ঘটনায় স্টেশনের স্টেশনে হকারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি আবার হকারদের পুনর্বাসনের দাবি তুলেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রে ইউনিয়ন বাজি চলবে না: দেবাংশু পন্ডা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ফলতা বিধানসভার বিশেষ বাণিজ্য কেন্দ্রে এখন থেকে আর কোনও ইউনিয়ন বাজি চলবে না বলে জানিয়ে দিলেন ফলতার নব নির্বাচিত বিধায়ক দেবাংশু পন্ডা। ২৬ মে ফলতার অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রের প্যাটার্ন কোম্পানির কর্মচারীরা জাহাঙ্গীর ঘনিষ্ঠ তোলাবাজ নাসির শেখকে পাকড়াও করেন। এই নাসির শেখ বিভিন্ন শ্রমিকদের নানাভাবে বঞ্চনা করতো এবং তোলা তুলত। কেউ তোলা দিতে অস্বীকার করলে তাকে জাহাঙ্গীর খানের পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হতো বলে অভিযোগ করেন অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রের শ্রমিকরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নাসির শেখকে গ্রেফতার করে।

ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পন্ডা বলেন, আগে ফলতা অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রে ২৩৮টি বিভিন্ন কোম্পানি ছিল।

ফলতা

তৃণমূলের আমলে নানা তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেট রাজের ফলে অধিকাংশ কোম্পানি অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছেড়ে চলে যায়। বর্তমানে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০ টি কোম্পানি এখানে আছে। তার মধ্যে ৫টি বড় কোম্পানি আছে। আমি সাফ জানিয়ে দিয়েছি এখানে কোনও ইউনিয়ন বাজি চলবে না। যে সমস্ত কোম্পানি এখান থেকে ছেড়ে চলে গেছে তাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে শীঘ্রই। তারা আবার এখানে তাদের কোম্পানির কাজ শুরু করবে। আবার ফলতা অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

আগামী অর্থ বর্ষ থেকে ফিরতে পারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সংখ্যায় আমরা ডিয়ার লটারি কি বন্ধ হয়ে যাবে শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম এবং এও উল্লেখ করেছিলাম বন্ধ হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য লটারি আবার কি ফিরতে পারে। সম্প্রতি জানা গেল, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, তার আধিকারিকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে নাকি আলোচনা করেছেন।

জানা যাচ্ছে ২০১৬ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারির বঙ্গলক্ষী এবং ধনলক্ষ্মী লটারি আবার আগামী অর্থ বর্ষ থেকে শুরু হতে পারে। অর্থ দপ্তর সে ব্যাপারে টেন্ডার শীঘ্রই করবে। কারণ রাজ্যের কোষাগারের জন্য অর্থ দরকার। বর্তমানে নাগাল্যান্ড ও সিকিম সরকারের যে ডিয়ার লটারি চলছে

তার থেকে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার জিএসটি ও অন্যান্য কর পেলেও সেটা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় কারণ অধিকাংশ আয় বাইরের রাজ্যে চলে যায়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, অনলাইন লোটো লটারি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এ রাজ্যে এবং অবৈধ চোলাই মদ ও বন্ধ করা হবে, তার সঙ্গে স্কুল বা মন্দিরের ১ কিলোমিটার এর মধ্যে কোনও মদের লাইসেন্স দেওয়া হবে না সেইসঙ্গে যদি কোনও দোকান থাকে তাও তুলে দেওয়া হবে। ডিয়ার লটারি বন্ধ হবে কিনা সে ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখনো কোনো মতামত প্রকাশ করেনি। তবে অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, এখনই ডিয়ার লটারি বন্ধ হচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারি শুরু হবার পর কি হয় তা ভবিষ্যতেই জানা যাবে।

রাজ্যে শুরু হল সার্বিক জনগণনা প্রক্রিয়া

বরুণ মণ্ডল

রাজ্যে জনগণনার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে আজ ২৯ মে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্ন সভাঘরে 'প্রিন্সিপাল সেনসাস অফিসার্স কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন। জনগণনা প্রক্রিয়ার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে জেলা প্রশাসন, পৌরসভা এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয় কনফারেন্সে। রাজ্যের প্রতিটি বাড়ির তালিকাকরণ, প্রশাসনিক সীমানা আপডেট, তথ্য সংগ্রহের কর্মী প্রস্তুতি এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরির কাজও খুব শীঘ্রই শুরু হবে। এর ফলে রাজ্যের মহিলা সংরক্ষণের কাজে অগ্রগতি ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গে জনগণনায় সেলফ এনুমারেশন চলবে ১ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট। জনগণ নিজে মোবাইল ও কম্পিউটারে এটা করতে পারবে। আর 'হাউস লিস্টিং অপারেশনস্' চলবে ১৬ আগস্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর। জনগণনা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে আইআইএলও মোবাইল অ্যাপে তারা ক্যানভাসিং করবেন। রাজ্যে জনগণনার গোটা প্রক্রিয়া শেষ হবে ২০২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশ হবে ২০২৭ সালের ১ মার্চ।

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের 'সেনসাস্ সেল গত ১৮ মে রাজ্যে জনগণনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে রাজ্যের পুর এলাকা গুলিতে কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররা 'প্রিন্সিপাল সেনসাস অফিসার হিসাবে কাজ করবেন। আর অ্যাডিশনাল বা জয়েন্ট

মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের 'সিটি সেনসাস্ অফিসার হিসাবে কাজ করতে হবে। আর অ্যাডিশনাল কমিশনারের নীচের স্তরের আধিকারিকরা 'ওয়ার্ড সেনসাস এগজিকিউটিভ অফিসারদের(ই ও) 'টাউন সেনসাস অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

জেলাস্তরে 'প্রিন্সিপাল সেনসাস অফিসারের ভূমিকা পালন করবেন রাজ্যের মিউনিসিপ্যালিটি বা নোটিফায়েড এলাকার অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মহকুমা স্তরে এসডিও-রা 'সাব-ডিভিশনাল সেনসাস অফিসারের দায়িত্বে থাকবেন। জেলার ব্লক স্তরে বিডিও-দের চার্জ সেনসাস অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৮৭২ সালে শুরু হওয়া আদমশুমারি রীতি মেনে প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে থাকে। শেষবার ২০১১ জনগণনা হয়েছিল। কোভিড-১৯ নাইন্টিন অতিমারীর জেরে ২০২১ সালে জনগণনা হয়নি। তবে আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২৭ সালকে ভিত্তি করে দেশে সার্বিক জনগণনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

পাল্টানো দরকার নেতাজিকে নিয়ে মিথ্যাচার

ড. জয়ন্ত চৌধুরী

দেশভাগের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের মত করে তাঁকে সীমাবদ্ধ করেছেন। কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট আমলে নেতাজিকে প্রায় ভুলিয়ে হয়েছে।

পূর্বতন বাম আমলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান নিয়ে যে প্রশ্ন আসত তৃণমূল আমলে সে সবের বালাই নেই। পরিবর্তে তৃণমূল সংসদ প্রয়াত কৃষ্ণা বসু ও তাঁর পুত্র প্রাক্তন সাংসদ দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বিমান

দিতে কিংবা তাঁর সম্পর্কে অবজ্ঞা সৃষ্টির নানা কৌশল তৎকালীন সংবাদপত্র আজও সাক্ষ্য দেয়। এমনকি বামফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে মাধ্যমিক সিলেবাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জীবনী বাদ দেওয়ার সরকারি ফরমান জারি হয়েছিল। সঠিক এবং সর্বস্তরের প্রতিবাদে সে সময় ইতিহাস বই থেকে নেতাজিকে বাদ দেওয়া হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় মমতা সরকার আসার পরেই মাধ্যমিক ইতিহাসে নেতাজির জীবনীর পরিবর্তে তাঁর আজাদ হিন্দ ও ঝাঁসি রেজিমেন্ট নিয়ে মাত্র ৮-১০ লাইনে দায়সারা লেখা দুর্ঘটনার গল্প, মিথ্যা গাড়ীর ভুয়ো মহানিস্ক্রমণ গল্প এমনকি মিথ্যা বিবাহ, স্ত্রী-কন্যার গল্প প্রচার ও প্রচার লাভ নাটক করেছে সরকারী নামী প্রকাশনার মাধ্যমে। কেন্দ্র প্রকাশিত নেতাজি ফাইলে স্পষ্ট হয়েছে নেতাজি কন্যা বলে কার্যত জনৈক বিদেশিনী অনিতা পাফ নেতাজির সঙ্গে আইন গত কিংবা জিনগতভাবে যুক্ত নন, তবু সেই মিথ্যাচার হয়েছে বারংবার। হাজার হাজার নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল উঠাও হয়ে মাত্র ৬৮টি নেতাজি ফাইল প্রকাশ করা হয়েছিল।

এরপর দুয়ের পাতায়

পেট্রোপোলে হোল্ডিং সেন্টার

সিএএ-র মাধ্যমেই নাগরিকত্ব মতুয়াদের

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্যে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে জিরো টলারেন্সের কথা আগেই ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতা দখলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশকেই মান্যতা দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ে থ্রি ডি নির্দেশ জারির পর বাংলাদেশে ফেরার জন্য হাকিমপুর সীমান্তে ভিড় জমায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা। পাশাপাশি জেলায় জেলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি হচ্ছে হোল্ডিং সেন্টার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট-এর নির্দেশিকা ঘিরে উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, হুগলির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সিএএ অর্থাৎ নাগরিকত্ব নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ থেকে আসা অগণিত হিন্দু উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষ। নাগরিকত্ব নিয়ে সেইসব বাংলাদেশি হিন্দুদের সংশয় কাটাতে তাদের অভয়বাণী শোনালেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাধিপতি শান্তনু ঠাকুর। তিনি বলেন, 'নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়া হিন্দু উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষের কোনও অসুবিধা হবে না। বিশেষ করে যারা ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে এপার বাংলায় এসেছেন।' এ প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর ভারত সরকারের ঘোষিত সিদ্ধান্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ এর কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি এর পরেও যারা ভারতে এসেছেন, তাদেরও নাগরিকত্ব পেতে অসুবিধা হবে না বলে জানান। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক এস আই আর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বহু মতুয়া উদ্বাস্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম বাদ গিয়েছে। তাদের সবাইকেই সিএএ-তে আবেদনের

মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

২৭ মে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে থাকা একটি পুরনো ত্রিতল ভবনকে চিহ্নিত করে সেখানেই আপাততঃ একটি হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বলেন, কোনও অনুপ্রবেশকারী ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। কোনও মতুয়া হিন্দু উদ্বাস্তুরা কিন্তু অনুপ্রবেশকারী নয়। আপনারা বুঝে নিন, আমি কাদের কথা বলছি। তাই আপনারা নির্ভয়ে সিএএতে আবেদন করুন।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

ইন্ডিয়া ভিক্স ১৫–এর নিচে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা বলেছিলাম, বাজার উপরের দিকে ২৪,২০০ এবং নিচের দিকে ২৩,০০০ এটাই কাঙ্ক্ষিত রেঞ্জ রয়েছে। আজ এই আগামী সপ্তাহের জন্য নিচের দিকে ২৩,২০০ এবং উপরের দিকে ২৪,৫০০ এটাই ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি এর কাঙ্ক্ষিত রেঞ্জ। এই লেখা যখন লিখছি তখন জন ফিউচার ক্রুড অয়েল ৮,৮৪১ যা নিজের দিকে যতক্ষণ না ৬,০০০ এর কাছাকাছি আসছে ততক্ষণ পরিস্থিতি

লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার তখন বাজার ২৩,৯৬৫ অর্থাৎ আমরা যে রেঞ্জ বলে দিয়েছিলাম সেই রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে। তবে ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে বিগত ১৫ দিনের মধ্যে পেট্রোল–ডিজেলের দাম ৪ বার বেড়েছে। পূর্বে যুদ্ধের পরিস্থিতি থমথমে অবস্থাতে থাকলেও আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। নিয়মিত ট্যুইট বার্তা এবং রাষ্ট্রনায়কদের অবাঞ্ছিত কথাবার্তা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছে। একদিকে ইন্ডেক্সকে ম্যানেজ করার প্রচেষ্টা। অপরদিকে, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে গ্রোথ কমার আশঙ্কা সামগ্রিকভাবে বাজারকে থমকে দিয়েছে।

স্বাভাবিক হবে বলে মনে হচ্ছে না। উপরের দিকে বার বার চেষ্টা করছে ৯,৫০০ পর্যন্ত যাওয়ার। যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন খবরের সাপেক্ষেই যেকোনো দিন ৪–৫ পার্সেন্ট মুভমেন্ট হচ্ছে। এত কিছুর মধ্যে একটা আলোর রেখা হচ্ছে ইন্ডিয়া ভিক্স ১৫–এর কমে চলে এসেছে। যার নির্দেশ করে যে বাজারে বড় মুভমেন্টের সম্ভাবনা কম। মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে নতুন যত এসআইপি শুরু হচ্ছে তার থেকে পুরানো এসআইপি বন্ধের হার বেশি। সুতরাং বিনিয়োগকারীদের কাছে এখনও বাজার সম্পর্কে ভীতি দূর হয়নি। আগামীদিনের কাঁচা তেল এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি কেমন থাকে তার ওপরই নির্ভর করছে বাজারে কেমন মুভমেন্ট আসবে।

ব্যর্থতার দায়ে পদত্যাগ

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ ব্যর্থতার দায় নিয়ে সবাইকে পদত্যাগের করার বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উঠেছে এদের কার্যকলাপে শেষ ও এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বোমা ফাটিয়েছেন কলকাতা পুরসভার তৃণমূল বোর্ডের মেয়র পারিষদ তারক সিং। তিনি শীর্ষ নেতৃত্বের পদত্যাগের উপরে গিয়ে মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেক ব্যানার্জির অপসারণের দাবী তুলেছেন। বলেছেন, আমি কাউকে ভয় পাই নাকি। যে নেতৃত্ব বিপদে কর্মীদের পাশে থাকে না তাকে বদলে ফেলা দরকার।

এখনও ক্ষমতা হারাবার এক মাসও কাটেনি। এর মধ্যে বালির তৈরী ঘরের মত প্রতিদিন তৃণমূল ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে। মমতা ব্যানার্জির ঘরে বসে ফেসবুক বার্তা ও অভিষেক ব্যানার্জির এবাড়ি থেকে ওবাড়ি যাওয়া ছাড়া দলের প্রতি ভূমিকা শূন্য। কর্মীরা বুঝে গিয়েছে গত ১৫ বছরে দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া নেতৃত্বের আর কিছু করার নেই। বিশ্বজিৎ দেব নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সাইনবোর্ডে পরিণত হয়ে যাবে। এরই মধ্যে আবার নতুন সংযোজন বিধানসভায় সই কেলেঙ্কারি। খুব তাড়াতাড়ি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব বাইরে বেরোবার ভয় কাটাতে না পারলে মানুষের মন থেকে চিরদিনের মত মুছে যাবে।

নাগরিকত্ব মতুয়াদের

প্রথম পাতার পর

আর সিএএ–র মাধ্যমে আপনাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, এটা নিশ্চিত। শান্তনু ঠাকুর এবং অশোক কীর্তনীয়ার প্রতিশ্রুতিতে মতুয়া হিন্দু উদ্বাস্তুদের মধ্যে নাগরিকত্বের আশার আলো সঞ্চারিত হয়। সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, বর্তমানে সীমান্তের যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী মানুষ ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেছ, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি বানিয়ে নিয়েছে, এমনকি ভারত সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছে, আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা, ভারতবর্ষে বসবাসকারী মানুষ যারা এখানে জন্মেছেন বা পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসেছেন তাদের প্রত্যেককেই বিশেষ করে হিন্দু সহ পাঁচটি সম্প্রদায় (মুসলিম বাদে) তারা ভারতবর্ষের নিয়মানুসারে নাগরিকত্ব নেবেন। কারণ তারা এখানে অনুপ্রবেশকারী নয়। তারা এখানে শরণার্থী। এখন যাদের বিথারি, হাকিমপুর সীমান্তে ঢল দেখা যাচ্ছে, তারা সবাই এখানকার অনুপ্রবেশকারী। তাদের কেউ রুজি–রুটির জন্যে, কেউই সন্ত্রাস করার জন্যে অথবা কেউ অন্য অবৈধ কাজের জন্যে এখানে এসেছে। এখানকার পূর্বতন সরকার তাদের মদত দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘোর বিরোধী। একারণে তারা এখন এদেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছে।

নেতাজিকে নিয়ে মিথ্যাচার

প্রথম পাতার পর

কাদের স্বার্থে, কোন মহাসত্য গোপনের জন্য, কোন মিথ্যাকে পল্লবিত করতে তা নিয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ১২টি নেতাজি সংক্রান্ত ফাইল লোপাট করে ১৩টি কম তাৎপর্যপূর্ণ নতুন ফাইল দেওয়া হল কেন? নতুন বাংলার সরকার তদন্ত করুক। শিশির বসু নেতাজির গাড়ি চালিয়ে নেতাজিকে গৃহত্যাগে সাহায্য করেছিলেন বলে যে গল্প প্রচার হয়েছিল সেই সংক্রান্ত ফাইল প্রকাশে আনা হল না কেন? ভুয়ো গাড়ির একদিকের হেডলাইট সারাতে ৫০ লাখ টাকা কেন দেওয়া হয়েছিল? ওই ভুয়ো গাড়ির ২৫টি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ কেন অতি গোপনে দ্রুত পরিবর্তন করা হয়েছিল সে সত্য সামনে আসা দরকার। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে মহানিস্ক্রমণের মিথ্যা স্মারকস্তম্ভ কীসের ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় কলকাতা পুরসভা সে দিন বসিয়েছিল সে সত্য সামনে আসুক। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নেতাজি ভবন একটি গোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করুক। আলিপুর মিউজিয়ামে শুধু নেতাজিকে নিয়ে নয় আরও অনেক বিষয়ে বিকৃতি ও বিচ্যুতি প্রকট। 'জয়হিন্দ' বাহিনীর বায়বীয় অস্তিত্ব নেতাজির প্রতি অসম্মান। নেতাজির রচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুলভে প্রকাশ করুক এবং পূর্বতন সরকারের নেতাজি সম্পর্কিত বিকৃত প্রকাশনাগুলি বন্ধ হোক।

৬০ ডেপুটি ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ডেপুটি ম্যানেজার (টেকনিক্যাল) পদে ৬০ জন লোক নিচ্ছে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। ২০২৬ সালের গেট পরীক্ষায় সফল হয়ে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৫–৬–২০২৬–এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬০টি (জেনাঃ ২৬, ও.বি.সি. ১৬, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু. এস. ৫)। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। তবে এর মেয়াদ আরো বাড়তে পারে। চাকরি হবে ভারতের যে কোনো জায়গায়।

প্রার্থী বাছাই হবে ২০২৬ সালের গেট পরীক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে আর ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.nhidcl.com এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ পত্র আর গেট–এর স্কোর কার্ড স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

এয়ারপোর্টে ১৫৮ সিকিউরিটি স্ক্রিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সহায়ক সংস্থা এ.এ.আই. কার্গো লজিস্টিক্স অ্যান্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস কোম্পানি লিমিটেড সিকিউরিটি স্ক্রিনার পদে ১৫৮ জন লোক নিচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: যে

কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন।

বয়স: বয়স হতে হবে ১–৫–২০২৬–এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। চাকরি হবে ৩ বছরের চুক্তিতে।

মূল মাইনে। শুরুতে ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,০০০ টাকা। ট্রেনিংয়ে সফল হলে পারিশ্রমিক প্রথম বছর মাসে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছর মাসে ৩২,০০০ টাকা ও তৃতীয় বছর মাসে ৩৪,০০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য ভাতা পাবেন। শূন্যপদ: ১৫৮টি। এর মধ্যে কলকাতা ২৫, পটনা ৩৭, দেরাদুন ১৭, ত্রিচি ২৮, কালিকট ১৭, উদয়পুর ৩৪।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি: প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাই নম্বর পেলে ডাক্তারি পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 01/2026.

দরখাস্ত করার পদ্ধতি: দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৮ জুনের মধ্যে, এই ওয়েবসাইটে: www.aaiclas.aero এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৭৫০ (তপশিলী, ই.ডব্লু.এস. ও মহিলাদের বেলায় ১০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

কেন্দ্রীয় সংস্থায় ১৬ ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার্স লিমিটেড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (মার্কেটিং, এফ অ্যান্ড এ) ট্রেডে ১৬ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (মার্কেটিং): মার্কেটিং, অ্যাগ্রি বিজনেস মার্কেটিং, কোর্স অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড বিজনেস, ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রি বিজনেস, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, অ্যাগ্রি বিজনেস, অ্যাগ্রিকালচার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, রুরাল ম্যানেজমেন্ট, ফরেন ট্রেড, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং–এর এম.বি.এ./পি.জি.ডি.বি.এম.পি.জি.ডি.এম. পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে অ্যাগ্রিকালচারের বি.এসসি. কোর্স পাশরা এম.এসসি. (অ্যাগ্রিকালচার) কোর্স পাশরাও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ২. ই.ডব্লু.এস. ১)। পোস্ট কোড: 61000124.

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি (এফ অ্যান্ড এ): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা, সি.এম.এ. কোর্স পাশ হলে যোগ্য।

ফিনান্স বা, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালাইজেশন হিসাবে এম.বি.এ./পি.জি.ডি.এম./পি.জি.ডি.বি.এম. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে। ৪০,০০০–১,৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩টি (তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২)।

সব পদের বেলায়ই বয়স হতে হবে ৩০–৪–২০২৬–র হিসাবে। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01 (NFL)/2026, date: 13.05.2026. প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, রাঁচি, পটনা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, রায়পুরে। এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করলে মোট শূন্যপদের ৫ গুণ প্রার্থীকে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। দরখায় করবেন অনলাইনে ১২ জন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.nationalfertilizers.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার আর অন্যান্য প্রমাণপত্র জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ৭০০ টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম এডিট করতে পারবেন ১৪ ও ১৫ জুন।

জটিল অপারেশন করে প্রাণ ফেরালো জিমস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর বজবজে অবস্থিত জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এন্ড হসপিটাল গত ২১ মে পুজারীর বাসিন্দা হিরন্ময় মুখার্জির মস্তিষ্কের জটিল অপারেশন করে প্রাণ ফিরিয়ে দিল। ১৭মে মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা নিয়ে ৫৭ বছরের হিরন্ময়বাবু জেমস হসপিটালে আসেন, তারপরে দু'বার তিনি বমিও করেছিলেন। জিমস হসপিটাল এর অভিজ্ঞ ডাক্তাররা এমার্জেন্সিতে তাকে ভর্তি করে দ্রুত পরীক্ষা–নিরীক্ষা শুরু করেন। ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারেন তার মাথার ভিতরে রক্ত জমে গেছে। ২১ তারিখে মস্তিষ্কে অপারেশন করে প্রাণ

ফিরিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবুরা। ২৫ মে সুস্থভাবে ভালোভাবে বাড়ি ফিরে যান হিরন্ময় বাবু। জেমস হসপিটালের ডাক্তার ইউরো সার্জন অরুনিম জানা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, একপ্রকার বিনা মূল্যে অর্থাৎ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের পরিষেবার মাধ্যমে এই অপারেশন করা হয় এবং তারা সফল হন। হিরন্ময় বাবুর দুই ছেলেও হাসপাতালে ভূয়সি প্রশংসা করেছেন। এখানকার ডাক্তারবাবু, নার্স এবং অন্যান্য যারা কর্মচারী তারা যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছেন এবং হাসপাতালের যিনি জনসংযোগ আধিকারিক কমলেশ সিং তাকেও তারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

ফ্রেজারগঞ্জের মুকুটে নতুন পালক

রবীন দাস : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুকুটে জুড়তে চলেছে এক নতুন পালক। 'ন্যাশনাল পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ড ২০২৫'–এর জন্য মনোনীত হয়েছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত, যা গোটা জেলার কাছে গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। আগামী ৩ জুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম–এ

আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের আমন্ত্রণপত্র।

প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির উন্নয়নমূলক কাজ, জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের উপর ভিত্তি করেই এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান প্রদান করা হয়। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বচ্ছতা বজায় রাখা, সামাজিক উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকার জন্যই ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এই স্বীকৃতির জন্য নির্বাচিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এ বিষয়ে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাশীনাথ জানা জানান, 'কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখে এই পঞ্চায়েতকে বেছে নিয়েছে। ২০২৫ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সেই কারণেই দিল্লিতে অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

এই সম্মান শুধুমাত্র একটি পুরস্কার নয়, বরং সুন্দরবন উপকূলের একটি গ্রামের উন্নয়নের স্বীকৃতি। স্থানীয় মানুষের আশা, এই অর্জনের মাধ্যমে আগামী দিনে আরও উন্নয়নের পথ খুলে যাবে এবং দেশের দরবারে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে ফ্রেজারগঞ্জের নাম।

রাজ্য মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী বলেন, আমাদের পারিবারিক একটি ক্লাব ঘর ছিল চৌধুরী মার্কেটে সত্তরের দশক থেকে। তালা বন্ধ পরিত্যক্ত আমাদের সেই পারিবারিক ঘরটি বজবজ ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পম্পা ঘোষ এবং তার স্বামী দেবাঞ্জন ঘোষ গায়ের জোরে গভীর রাতে ঘরটি দখল করে। বজবজ থানায় এ ব্যাপারে জিডি করতে গেলে পুলিশ আমাকে কোন পাত্তাই দেয়নি। এমনকি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর পিএ সুমিত রায়কে ফোনে বিষয়টি জানালেও তিনি কোন কর্ণপাত করেননি। রাজ্যে পালা পরিবর্তনের পর আমরা সেই ঘরটি দখলমুক্ত করলাম এবং গত মঙ্গলবার সেই ঘরে হোম যজ্ঞ করে পূজা করলাম।

হকার উচ্ছেদের নোটিশ

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গতঃ এর আগে রাজ্যে যখন শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ছিল তখনও রেল দপ্তর বারেবারে হকার উচ্ছেদের চেষ্টা করেছে কিন্তু স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং সরকারি আধিকারিকরা সেভাবে সহযোগিতা না করায় হকার উচ্ছেদ বিষয়টি বারবারই থমকে গেছে। রাজ্যে পালাবদল হয়ে এখন বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রে আছে বিজেপি সরকার তাই এই ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সাহায্যে রেল দপ্তর ষ্টেশনগুলোকে অবৈধ হকার এবং দোকানদারদের থেকে মুক্ত করে পরিচ্ছন্নতা এবং যাত্রী সাধারনের দীর্ঘদিনের দাবি সৌন্দর্যায়ন ফিরিয়ে আনতে চাইছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবপ্রসাদ মাঝি এই প্রসঙ্গে বলেন, আগামী ৬ মাসের মধ্যে সমস্ত রেলস্টেশন অবৈধ হকার মুক্ত হয়ে যাবে।

তৃণমূলের জঙ্গলে আগুন লেগেছে

প্রথম পাতার পর

তিনি বুঝে গেলেন বামেদের দুষ্কৃতীরাজ ফাঁস হলে আসল বদল হয়ে যাবে। দুর্নীতি, তোলাবাজি, গুন্ডামি, রিগিং বন্ধ হয়ে গেলে এত কষ্ট করে সিপিএমকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসে লাভ কী হবে। বরং সিপিএমের এত দিনের পাকা, ঘাঘু কর্মী ও আমলাদের নিজেদের করে নিলে বহুদিন ক্ষমতাও থাকবে আবার রোজগারও বাড়বে। ৩৪ বছরের জঙ্গলরাজ সাফ হবার বদলে ১৫ বছরে তা আরও নিবিড় হল। জঙ্গলে যারা ছিল তারা আরও বিষাক্ত হল, নতুন করে আরও হিংস্র জানোয়ারের জন্ম হল।নবীন এই দুষ্কৃতিদের দিয়ে ১৫ বছর ধরে ফুলে ফেঁপে উঠল চুনোপুঁটি থেকে রাঘব বোয়াল। পণ্য ও লালসার শিকার হয়ে গেল মেয়েরা। শুরু হল পার্ক স্ট্রীট, কামদুনি, বগটুই, সন্দেশখালি, আর.জি.কর অভিযান। পাচার, চাকরি বিক্রিত হয়ে গেল প্রাতিষ্ঠানিক। উদ্দেশ্য একটাই বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে দিতে হবে ভয়। তাহলেই আসবে ক্ষমতা, কামাই। অতিষ্ট হয়ে গেল। নরেন্দ্র মোদীর ভরসা আসতেই সব ওলোট পালট হয়ে গেল।

২০২৬–এর পরিবর্তনের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নাতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই ৮০ বছর ধরে গড়ে ওঠা এই জঙ্গলরাজে ভয়াবহ আগুন লেগেছে। এই দাবানল থেকে বাঁচতে বেরিয়ে পড়ছে নানা ধরনের মেরুদন্ডহীন বিষাক্ত সরীসৃপ যার মধ্যে একদল গিরগিটির মত। এরা চায় রং বদলে নতুন আর একটা জঙ্গল তৈরী করতে। যাতে নিজেদের পরিচিত পরিবেশ ফিরে পাওয়া যায়। এদের সংখ্যাটাই সবচেয়ে বেশি। আর এক শ্রেনীহিংস্র জানোয়ার জঙ্গলের মধ্যেই গর্তে ঢুকে বাঁচতে চাইছে। কিন্তু বাংলার নতুন সরকার সেখানেও আগুন লাগিয়ে আঁকশী দিয়ে বার করে আনছে বিষাক্ত জীবদের যাদের লোভের ছোবলে এতদিন ধরে অতিষ্ট হয়েছে সমাজ জীবন। আর একএই জঙ্গলরাজ তৈরির দায় এড়াতে নিজেদের মধ্যে লড়তে লেগেছে। এরা একে অপরের ছোবলে মরবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। আর যারা এই বাংলাকে জঙ্গল বানাবার মূল কারিগর সেই মমতা, অভিষেক ও তাদের একান্ত পারিষদ বর্গ এখনও তাদের সাধের জঙ্গল আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। ভাবছে আগুন নিভে গেলে ফের নতুন ভোর আসবে। কিন্তু যারা এই আগুন চেনেন তারা স্পষ্ট জানাছেন, সুশাসনের এই দাবানল নিভবার নয়, বরং আরও বিধ্বংষী হতে চলেছে। ছোট থেকে বড় সব বিষাক্ত প্রাণী শেষ হয়ে যাবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাংলার মানুষ বুঝে গেছে জঙ্গল হওয়ার আগেই আগাছা তুলে ফেলতে হবে। তা না হলে ফের ফিরে আসবে ফেলে আসা ভয়ানক ৮০–র স্মৃতি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩
৩০ মে – ০৫ জুন, ২০২৬

মেষ রাশি : এই সপ্তাহটি সম্পর্কের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একটি ভালো সময়। এটি অর্জন করতে, আপনাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী থাকতে হবে। ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ–তরুণীরা প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে সহজে কাউকে বিশ্বাস করবেন না। আপনার আর্থিক অবস্থা কিছুটা দুর্বল হতে পারে

বৃষ রাশি : আপনাকে আপনার পরিবার সম্পর্কে একটি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, তবে এর ফলাফল ইতিবাচক হবে। আপনি নতুন পরিকল্পনা তৈরি করবেন যা আপনার বাড়ি এবং ব্যবসা উভয়ের জন্যই উপকারী প্রমাণিত হবে। ক্রমবর্ধমান খরচ উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তবে, শীঘ্রই একটি সমাধান পাওয়া যাবে।

মিথুন রাশি : আপনি যদি সম্পত্তি বা যানবাহন কেনা বা বেচার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন। এই সময়ে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে রয়েছে। এই সময়ে আপনার কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হতে পারে। সম্পত্তি–সম্পর্কিত কাজ শেষ করতে তাড়াহুড়ো করবেন না।

কর্কট রাশি : সময়টি অনুকূল। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করুন। এটি আপনাকে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। বাড়িতে যথাযথ শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রচেষ্টা সফল হবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা বা গবেষণায় ভালো ফল পেতে পারে। এই সপ্তাহে আত্মবিশ্বাস এবং বাস্তববাদী চিন্তাভাবনা উপকারী হবে।

সিংহ রাশি : শুরুতে কিছু বিঘ্ন ঘটতে পারে। তবে, আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং বিচক্ষণতার মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি করতে সক্ষম হবেন। আপনি একটি বকেয়া অর্থ পেতে পারেন, তাই চেষ্টা চালিয়ে যান। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। এই সময়ে বিনিয়োগ–সম্পর্কিত কার্যকলাপ স্থগিত রাখা বাঞ্ছনীয়।

কন্যা রাশি : কাজের ধারা সুসংগঠিত রাখলে আপনার কাজ সহজ হবে। আপনি কিছু প্রভাবশালী এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথ্য লাভ করবেন। আপনার মন শান্ত থাকবে। এই সময়ে ছাত্রছাত্রী এবং তরুণদের তাদের পড়াশোনা এবং কর্মজীবনের প্রতি অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে।

তুলা রাশি : তরুণ–তরুণীরা তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পাবে। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা যেকোনো উদ্বেগ ও মানসিক চাপ দূর হবে। যেকোনো কাজ শুরু করার আগে, তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো সাবধানে বিবেচনা করুন। একটি সুসংগঠিত দৈনন্দিন রুটিন বজায় রাখুন। যেকোনো ঝুঁকি নেওয়ার সময় বা গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

বৃশ্চিক রাশি : আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আটকে থাকা কাজগুলো অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সমাজে আপনার সম্মান অটুট থাকবে। কোনো একটি বিষয় সম্পর্কিত চলমান সমস্যার সমাধান হওয়ায় শিক্ষার্থীরা স্বস্তি পাবে। অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় ব্যয় করলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

ধনু রাশি : পারিবারিক এবং পেশাগত জীবনে আপনার অবস্থান প্রশংসিত হবে। আপনি নতুন তথ্য জানতেও সময় ব্যয় করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য উপকারী হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করুন। জীবনের বাস্তবতা বুঝুন।

মকর রাশি : চারপাশে একটি মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। আপনি আত্মবিশ্বাসী এবং উদ্যমী বোধ করবেন। গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের জন্য অনলাইন কেনাকাটাও সম্ভব হতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকবে। অন্যরা কী বলছে তাতে খুব বেশি মনোযোগ না দিয়ে, নিজের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাসের উপর ভরসা রেখে এগিয়ে যান।

কুম্ভ রাশি : সন্তানদের বিষয়ে কিছু ভালো খবর পেতে পারেন। আপনার ভারসাম্যপূর্ণ রুটিন এবং আচরণ আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও বিকশিত করতে সাহায্য করবে। আপনি যদি ভবিষ্যতের জন্য কোনো প্রচেষ্টা করে থাকেন, তবে সফল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে পারিবারিক দায়িত্বও বাড়তে পারে, যা পালন করা কঠিন হবে।

মীন রাশি : কাজের চাপ আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। তবে, আপনার ইতিবাচক এবং ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাভাবনা আপনাকে পরিকল্পিতভাবে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে দেখা করার সময় আপনার আচরণে নম্রতা এবং শালীনতা বজায় রাখুন। নিজের জিনিসপত্রের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেগুলো হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ৩৯৩

■	■	১		২		■	৩
■	৪		■		■	■	
■		■	৫			৬	
৭			■		■		■
■		■	৮	■	৯		
১০					■		■
	■	■		■	১১		■
	■	১২				■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. অহংকার, গর্ব ৪. ব্যাঘ্র ৫. নাপিত, নাই ৭. আশ্রয় ৯. ভূবায়ু, বায়ুমণ্ডল ১০.রঙ্গরসিকতা ১১. বাসর ১২. (আল.) নিলর্জ্জ।

উপর–নীচ

১.পাপ ২.সেতার বাজাবার অঙ্গুলি ত্রাণ বিশেষ ৩.দৃশ্য কাব্য ৪. বিড়ালকে বলা হয় ৬.অবসরহীন ৮.প্রতিকার, মীমাংসা ১০. আদায় ১১. সমারোহ, জাঁকজমক।

সমাধান : ৩৯২

পাশাপাশি : ১. অনুধাবন ৪. তুষার ৬.জটা ৮. উত্তাপ ৯. বরশা ১১. লাভ, ১৩. পটোল ১৫. সাধারণত।
উপর–নীচ : ১. অনুজ ২. ধান্দা ৩. নতুন ৫.রন্ধনশালা ৭.টাউনশিপ ১০. খোলসা, ১২. ভণিত ১৪. ঘের।

জল অপচয় রুখতে কড়া বার্তা প্রশাসনের

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : তীব্র তাপপ্রবাহে নাজেহাল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপ। তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই পরিস্থিতিতে পানীয় জলের অপচয় রুখতে কোমর বেঁধে ময়দানে

নেমেছে সাগর ব্লক প্রশাসন। দ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে মাইকিংয়ের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে পানীয় জলের প্রতিটি ফোঁটা অত্যন্ত মূল্যবান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গৃহস্থালির ট্যাপ কল খোলা থাকার কারণে প্রচুর জল নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া চাষাবাদের কাজে ভূগর্ভস্থ জল তোলায় যে সাবমার্সিবল পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে, তার যথেচ্ছ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জল অপচয় বন্ধ করতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ অমান্য করলে বা জল অপচয়ের ঘটনা অব্যাহত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগামীর সংকট মোকাবিলা করতে এবং জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের এই বার্তা যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, ব্লক প্রশাসনের এই সচেতনতা প্রচার কতটা প্রভাব ফেলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাসে।

ক্যানিংয়ে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৬ মে রাতের অন্ধকারে জীবনতলা থানার হাওড়ামারি এলাকায় বিজেপি নেতা ওলিরুল পিয়াদা রাতে খাওয়া দাওয়া করে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন এবং বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছে অভিযোগ উঠল আইএসএফের বিরুদ্ধে কিন্তু এবং পরিবারের কারও আঘাত লাগেনি। খবর পাওয়া মাত্র দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় জীবনতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এ বিষয়ে বিজেপি নেতা ওলিরুল পিয়াদা বলেন, 'জীবনতলাতে যখন আইএসএফ রাজনৈতিকভাবে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না, তখনই ওরা আমাকে প্রাণে মারতে আমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। আরাবুল ইসলাম এইসব করাচ্ছেন। পুলিশকে বলবো অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।'

অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আরাবুল ইসলাম বলেন, 'ওরা মিথ্যা অভিযোগ করছে। আমি আরাবুল ইসলাম কখনও বোমা, গুলি নিয়ে রাজনীতি করিনি। ওলিরুল পিয়াদা তৃণমূলের কিছু লোকজনকে নিয়ে রাজনীতি করছেন। যাঁরা আগে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত। ওরা নিজেরাই এসব করে আইএসএফকে ফাঁসাতে চাইছে। আইএসএফ বোমা, গুলির রাজনীতি করে না। পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করলে সবটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

নিয়মানুযায়ী ফুটপাতে বসলো মঙ্গলাহাট

সুমন আদক, হাওড়া : আপাতত হাওড়ার মঙ্গলাহাটের ফুটপাত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার ক্ষেত্রে জট কাটলো। রাস্তা দখল না করে রাস্তা সম্পূর্ণ ছেড়ে ফুটপাতের গার্ডরেলের ভিতরেই বসলো মঙ্গলবারের মঙ্গলাহাট। রাস্তা ফাঁকা হওয়ায় খুশি পথচারীরাও। জানা গিয়েছে, এখন থেকে এভাবেই প্রতি সোম ও মঙ্গলবার প্রশাসনের নির্দিষ্ট হাট বসতে হবে। সেই গাইডলাইনস মেনেই মঙ্গলবার সকালে হাট বসে।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, হাট বন্ধ হচ্ছে না। মঙ্গলবার যে নিয়মে হাট বসেছে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে সেভাবেই আগামীদিনেও চলবে। কিন্তু কোনওভাবেই রাস্তা জুড়ে বা ফুটপাত বন্ধ করে হাট বসানো যাবে না। ব্ল্যাকটপ ছেড়ে রাস্তার শেষ

গাইডলাইন মেনে ব্যবসা করতে হবে। হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি সেন্ট্রালের মুখপাত্র সুদীপ বিশ্বাস বলেন, আজকে আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন। হাট থেকে আমাদের তুলে দেওয়া হবে, বসতে দেওয়া হবে না এই চিন্তায় আমরা সোমবার থেকে খুবই চিন্তায় ছিলাম। এই জায়গা থেকে আমরা এখন অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছি। ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের বার্তা, যারা বসবেন তাঁরা সুষ্ঠুভাবে এমনভাবে ব্যবসা করবেন যেন কারও অসুবিধে না হয়। আমরা সুষ্ঠুভাবেই এখানে ব্যবসা করতে চাই।

অন্যদিকে, হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির (সেন্ট্রাল) সভাপতি মলয় দত্ত বলেন, আমরা আমাদের হাট সংক্রান্ত সমস্যার বিষয় তুলে ধরে ২৫ মে বিকেলে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখে আবেদন জানাই। আমরা ওনাকে জানাই হাট বন্ধ হয়ে গেলে আনুমানিক প্রায় ১২ হাজার দোকানদার এবং এর সঙ্গে যুক্ত সকলে মিলিয়ে প্রায় লক্ষ লোকের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর রাত ১০ টার পর আমাদের জানানো হয় হাট চলবে। তবে, সেক্ষেত্রে প্রশাসনের বেশ কিছু গাইডলাইন এবং নিয়মশৃঙ্খলা মেনে প্রান্তে ফুটপাতের ভিতরে বসেই ব্যবসা করতে হবে। রাস্তা এনক্লোচ করা যাবেনা। আজকে এই নিয়মে হাট করার পর রাস্তা পরিষ্কার ছিল। প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে এই নিয়মে ব্যবসা করলে হাট বন্ধ করা হবে না। এই সিদ্ধান্তের জন্য মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে আমরা শমীক ভট্টাচার্য সহ হাওড়া জেলা প্রশাসন, ট্রাফিক সহ পুলিশের সকল আধিকারিকদের অভিনন্দন জানাই। সোমবার ব্যবসায়ী সমিতিগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসেন হাওড়া সিটি পুলিশের ট্রাফিক আধিকারিকরা। বৈঠকেই সংগঠনগুলিকে জানানো হয়, এবার থেকে রাস্তায় বসে ব্যবসা চলবে না। গাড়ি যাতায়াতেও বাধা সৃষ্টি হবে না।

মঙ্গলবার সকালে যথারীতি মঙ্গরাহাট বসে। তবে হাজার হাজার ব্যবসায়ীদের এদিন আর রাস্তায় বসতে দেখা যায়নি। ব্যবসায়ীরা রেলিং এর ভিতরের ফুটপাতে বসেন। এতে রাস্তা অনেকটা ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় বাড়ে গাড়ির গতি। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে শুরু হয় মাইকিং। ব্যবসায়ীরা জানান, গাড়ি আটকে ব্যবসা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। তবে জায়গা অনেকটা কমে যাওয়ায় খদ্দেরদের পছন্দমতো জিনিস দেখাতে তাদের কিছুটা অসুবিধা হয়েছে।

সরকারের প্রতি আস্থা শিল্পপতির

কুনাল মালিক, বজবজ : উত্তরপ্রদেশের আজিম নগর থেকে খালি হাতে বজবজে এসে ব্যবসা শুরু করেছিলেন জগন্নাথ গুপ্তা। ১৯৭৬ সাল থেকে বজবজে আছেন এই বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী মানুষটি। বর্তমানে তার শিল্পের প্রসার জেলা ছাড়িয়ে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দুটি ক্ষেত্রেই তার উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। ১২৫০ বেডের জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এন্ড হাসপাতাল এবং বজবজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি তাঁরই তৈরি দুইটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সম্প্রতি বিবিআইটির সভাঘরে জগন্নাথ গুপ্তা একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আহ্বান করেছিলেন। সম্মেলনে তিনি বিগত তৃণমূল সরকারের প্রতি একরাশ ক্ষোভ এবং অভিমান উগরে দিলেন। বামফ্রন্টের আমলে এবং ওই সময়ের বিরোধীরা সকলেই তাকে সম্মান করতো কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন তৃণমূল সরকারের আমলে সেভাবে তাকে কেউ সম্মান বা মান্যতা দেননি।

এমনকি তিনি এও বলেন, তিনি তৃণমূল সরকারের কাছে কোন সহযোগিতা বা সাহায্য পাননি। সংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর সেবাশ্রয়

প্রকল্পে বিভিন্নভাবে জিন্স হসপিটাল থেকে ডাক্তার-নার্স বেড-যন্ত্রপাতি-সিটি স্ক্যান সহ বিভিন্ন কিছু দিয়ে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু বিনিময়ে তিনি রাজ্য সরকার বা সংসদের কাছ থেকেও কোন সহযোগিতা পাননি। এমনকি জিমস হসপিটালে যে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড প্রবর্তিত আছে সেখানে মানুষদের পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও ৩০ কোটি টাকার বেশি টাকা এখনো বকেয়া আছে। বর্তমানে যে বিজেপি সরকার এসেছে তাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন যে ১৫ দিনের মধ্যেই খুব ভালো কাজ করছে বিজেপি সরকার। মনে হচ্ছে, আরো ভালো কাজ আগামী দিনে এ রাজ্যে হতে চলেছে।

মন্ত্রিসভা পূর্ণাঙ্গভাবে গঠিত হয়ে গেলে আমাদের জিমস এবং বিবিআইটি নিয়ে কিছু পরিকল্পনা আছে সমস্ত কিছু বিষয় লিখিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবো নিয়ম-কানুন মেনে। সেই সঙ্গে নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আসবো। নতুন সরকার যদি আমাদের সহযোগিতা করে তাহলে আগামী দিনে জিমস হাসপাতালের পরিষেবা আরও বাড়ানো হবে এবং বিবিআইটি কলেজের যে অসমাপ্ত কাজ আছে অর্থাৎ 'ডিগ্রী কলেজ' ও 'ল কলেজ' স্থাপন করার পর বিবিআইটি ইউনিভার্সিটির জন্য আমরা আবেদন জানাবো নতুন সরকারের কাছে।

জগন্নাথ গুপ্তা এও বলেন, আগে আমাদের যে বিবি আইডির অডিটর অডিটোরিয়াম আছে সেখানে বিগত শাসক দল তৃণমূল ব্যবহার করার জন্য চাপ দিত তার ফলে আমাদের অনেক সময় পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে হয়েছে তাতে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর অসুবিধা হয়েছে। এমন কি আমরা কোনও ভাড়াও পেতাম না। ওইখানে ৮০০ জনের বসার ক্যাপাসিটি আছে। আশা করি, নতুন সরকার এ সমস্ত কিছু করবে না, শিক্ষাঙ্গনকে আদর্শ পরিবেশ বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে।

আটক নাসির শেখ

অরিজিৎ মণ্ডল , ফলতা : কাটমানি নেওয়া, মজুরি থেকে টাকা কেটে নেওয়া ও প্রতিবাদ করলে প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল ফলতার এসিজেডের প্যাটন কারখানা এলাকা। জাহাঙ্গীর খানের সাগরেদ বলে পরিচিত নাসির শেখের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে নামলেন কারখানার শ্রমিকরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শ্রমিকদের হাতে আটকে পড়েন নাসির শেখ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কারখানার শ্রমিকদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে কাটমানি নেওয়া হত। পান থেকে চুন খসলেই মজুরি থেকে টাকা কেটে নেওয়া হত। এমনকি গোটা মাস কাজ করার পরও ঠিকমতো পারিশ্রমিক মিলত না। এই নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে গেলে শ্রমিকদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ। তাদের দাবি, নাসির শেখ একা নন, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদেরও চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। ঘটনার জেরে ফলতার ২ নম্বর সেক্টর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা নাসির শেখকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মল্লিকপুরে গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি

সুব্রত মণ্ডল, মল্লিকপুর : ২৭ মে মল্লিকপুর থেকে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত দুই আসামির নাম হল শফিকুল ইসলাম মোল্লা ও তাঁর স্ত্রী মনিরা বেগম। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, ধৃতরা বাংলাদেশের যশোর জেলার মনিরামপুর থানার নেগুর বাজার পোস্ট অফিসের অন্তর্গত চালুহাটি গ্রামের বাসিন্দা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় দালাল ধরে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল এই দম্পতি এবং মল্লিকপুর এলাকায় বসবাস শুরু করে। ধৃত দম্পত্তির দাবি, মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্যকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল আধার কার্ড করার জন্য কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁদের

আধার কার্ড করে দিতে পারেননি। বৈধ পাসপোর্ট ভিসা ছাড়া ভারতে বসবাসের অভিযোগে ১৪ দিনের 'বি ফরেনার্স অ্যাক্ট'-এ মামলা রুজু করেছে পুলিশ। একই এলাকা থেকে ওপার বাংলার আরো এক নাগরিককে ধরেছে পুলিশ। প্রশাসনের এখন চিন্তার ভাঁজ বেড়ে গিয়েছে। এখনো প্রচুর বাংলাদেশী ভারতে বসবাস করছে। সমস্ত জেলাভিত্তিক তাঁদেরকে এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের

নজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিং সহ সমগ্র রাজ্য জুড়ে অনলাইন লটারি, সাট্টা, জুয়া, মদ, গাঁজার বেআইনি অবৈধ ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। যুব সমাজ বিপন্ন। এবার এই সমস্ত অবৈধ বেআইনি ব্যবসার বিরুদ্ধে গর্জে উঠে প্রতিবাদের আসরে অবতীর্ণ হল হিন্দু

জাগরণ মঞ্চ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্যানিং থানা পর্যন্ত বিশাল প্রতিবাদ মিছিল হয়। হাজার হাজার মানুষজন প্রতিবাদে সামিল হয়ে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে ক্যানিং থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেয় হয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবী, 'এলাকায় বেআইনি সাট্টা,জুয়া,মদের দোকান,গাঁজার ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে। যুব সমাজ বিপন্ন। অবিলম্বে এই সমস্ত কারবার বন্ধ করতে হবে প্রশাসনকে। আমরা ক্যানিং থানার পুলিশকে অবগত করে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। প্রশাসন আমাদেরকে আশ্বস্ত করে কথা দিয়েছেন, এই সমস্ত বেআইনি ব্যবসা যাতে বন্ধ হয় তারজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।'

এদিন মিছিল ও বিক্ষোভ অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন সমীর মণ্ডল, সুমন গায়েন, সুব্রত পাল, বাপী রায় সহ অন্যান্যরা।

বিধায়কের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : ভবিষ্যতে হাওড়ার সত্যবালা আইডি হাসপাতালকে সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। বুধবার তিনি ওই হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও হাসপাতাল পরিদর্শনে অংশ নেন। তিনি এদিন হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন। ওই হাসপাতালের বেহাল অবস্থা পরিদর্শন করে দ্রুত প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ভবিষ্যতে যাতে এই হাসপাতালকে সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা যায় সে বিষয়ে তিনি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান এবং খুব শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সাগর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগর সাগর থানার অন্তর্গত মুড়িগঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্দিরতলা গ্রামে ৩১ নম্বর বুথে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে এক বিজেপি কর্মীর পানের বরজ নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের দিকে। ভুক্তভোগী বিজেপি কর্মী গণেশ দাসের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার পানের বরজে প্রবেশ করে এবং প্রচুর পানের গাছ তারা নির্বিচারে কেটে ফেলে এর ফলে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও আগেও তাকে একাধিকবার শাসক দলের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনের ঠিক আগে আরেকটি পানের বরজে ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও তিনি জানিয়েছেন। ক্রমাগত এই ধরনের আক্রমণের ফলে তিনি এবং

তার পরিবার আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

ঘটনার পর সাগর থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন গণেশ দাস। তিনি প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাগরদ্বীপের রাজনৈতিক উত্তাপ যে বাড়ছে, তা বলাই বাহুল্য।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস বসে যাচ্ছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

মহানগরীর খারাপ রাস্তাঘাটের জন্য বাসের চেসিস্ ভেঙে যাচ্ছে অত্যধিক ভীড়ের বোঝা বাস আর বইতে পারছে না। এই দুটি কারণে রাষ্ট্রীয় পরিবহনের প্রতিটি ডিপোতে সপ্তাহে চার-পাঁচখানি গাড়ী বসে যাচ্ছে। জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ১২ জন সামরিক অফিসারকে নিয়োগ করেছেন। চলতি বছরের গত চার মাসের হিসাবে দেখা গেল, জানুয়ারীতে বাস চলেছে ৫২৯টি, ফেব্রুয়ারীতে ৫৪৬ টি, মার্চে ৫৫৫টি এবং এপ্রিলে ৫৫৯টি। কিন্তু এপ্রিলে সরকারী লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৬৫০ টি এবং বাসের অক্টোবরে আছে ৭০০ টি। সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছোতে অনেক বাকী।

আরও জানা গেল, রাষ্ট্রীয় পরিবহনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ও কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আয় যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে দৈনিক গড় আয় ছিল ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। বর্তমানে দৈনিক গড় আয় হচ্ছে ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের জনৈক মুখপাত্র জানালেন, কলকাতা থেকে দূরপাল্লার বাস চালাবার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বাস বহেড়া, সিউড়ি, বিষ্ণুপুর, নামখানাতে চলাচল করছে। এখন পরিবহন সংস্থার ছটি ডিপো আছে। শীলপাড়াতে একটি ডিপো এবং গড়িয়াতে একটি সাবডিপো খোলা হচ্ছে। ডিপোগুলি চালু হলে মেরামতির ব্যবস্থাত্বরান্বিত হবে।

১০ম বর্ষ, ২৯ মে ১৯৭৬, শনিবার, ২৫ সংখ্যা

সোনাঝুরি হাটে চারচাকা প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

বিশাল দাস, শান্তিনিকেতন : শান্তিনিকেতনের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র সোনাঝুরি খোয়াইয়ের হাটে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এবার কড়া পদক্ষেপ নিল বনদপ্তর। হাটের মূল বাজার এলাকায় চারচাকা গাড়ির প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২১ মে বনদপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা জেসিবি মেশিনের সাহায্যে জঙ্গলের সীমানা ঘেঁষে খাল কেটে রাস্তা বন্ধ করে দেন। ফলে আর কোনও চারচাকা গাড়ি সরাসরি হাটের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই হাটের কিছু ব্যবসায়ী ছোট চারচাকা গাড়িতে মালপত্র বোঝাই করে বাজারের ভেতরে নিয়ে আসছিলেন। শুধু তাই নয়, অভিযোগ ছিল বহু ক্ষেত্রেই গাড়িগুলি জঙ্গলের ভেতরে বা গাছের পাশেই দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হত। এতে গাড়ির চাকার চাপায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল ছোট গাছ, নবীন চারা ও বনভূমির উপরের মাটির স্তর। ধীরে ধীরে এর প্রভাব পড়ছিল গোটা সোনাঝুরি অরণ্যের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর।

বনকর্তাদের দাবি, বিষয়টি নিয়ে বহুবার সতর্ক করা হলেও তাতে বিশেষ সুরাহা হয়নি। শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সোনাঝুরির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে বনদপ্তর। এক বন আধিকারিক জানান, 'সোনাঝুরি খোয়াই শুধু একটি হাট নয়, এটি একটি সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল। এখানে নির্বিচারে গাড়ি চলাচল করলে মাটির ক্ষয় বাড়ে, ছোট গাছ নষ্ট হয় এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই জঙ্গলের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

বনদপ্তরের এই পদক্ষেপে খুশি পরিবেশপ্রেমীদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, সোনাঝুরি খোয়াইয়ের আসল আকর্ষণ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শান্ত পরিবেশ। অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ সেই পরিবেশ নষ্ট করছিল। বনদপ্তরের এই সিদ্ধান্তে সোনাঝুরির স্বাভাবিক পরিবেশ অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবে বলে তাদের আশা।

যদিও কিছু ব্যবসায়ীর মধ্যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তোষের সুর শোনা গিয়েছে। তাঁদের দাবি, দূর থেকে মালপত্র বহন করে আনা এখন কিছুটা সমস্যার হয়ে দাঁড়াবে। তবে বনদপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে কোনও আপস করা হবে না। প্রয়োজনে বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা হলেও জঙ্গলের ভেতরে আর কোনওভাবেই চারচাকা গাড়ি প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

পর্যটকদের একাংশও বনদপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, সোনাঝুরি খোয়াইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে এমন পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলেই ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্যবাহী হাট তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারবে।

বিজেপির জয়ে কাটোয়ার বহু প্রতীক্ষিত রেলওয়ে উড়ালপুল ঘিরে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : 'পিএম-সিএম একসাথে, উন্নয়ন হবে দিনেরাতে'..বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে বাংলায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া এমনতর স্লোগানে ভর করেই প্রত্যাশার পারদ চড়ছে রাজ্যবাসীর। একইরকম মনোভাব পোষণ করছে অজয়-ভাগীরথী নদী তীরবর্তী কাটোয়ার লক্ষাধিক মানুষ। হাওড়ার দিক থেকে কাটোয়া জংশন রেলস্টেশনে ঢোকার মুখে ব্যস্ততম লেভেল ক্রসিংয়ে প্রতিনিয়ত দীর্ঘ জানজটের সমস্যা এড়ানোর জন্য একটি উড়ালপুল তৈরির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সরব এলাকাবাসী। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের বুকে এই রেলওয়ে উড়ালপুল তৈরির দাবিকে হাতিয়ার করে বছর বছর রাজনৈতিক খেলা চলতে থাকে। ভোট এলেই কাটোয়ার রেলওয়ে উড়ালপুলের দাবিটি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। এবারও যার অন্যথা ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে শুরু করে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস সকলেই কাটোয়ার রেলওয়ে উড়ালপুলের গণদাবিটিকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারে সরব ছিল। নির্বাচনী প্রচারে নেমে কাটোয়ায় সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির তালিকায় বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষের মুখেও একাধিকবার এই রেলওয়ে উড়ালপুল তৈরির প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। বছরখানেক আগে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ(তৃণমূল কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত) ডাঃ শর্মিলা সরকার রেলমন্ত্রী ডঃ অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছেও এই সম্পর্কিত একটি দাবিপত্র পেশ করেছিলেন। কিন্তু, তারপর নদনদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেলেও কাটোয়ার রেলওয়ে উড়ালপুলের দাবিটি পূরণে এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

তবে, এবারে রাজ্যে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে বিধানসভা নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নকে সামনে রেখে যে স্লোগান দিয়ে গিয়েছেন তা নিয়ে আমজনতা আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় কাটোয়াবাসীও।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কাটোয়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণ ঘোষ জয়লাভ করেছেন। নবনির্বাচিত এই বিধায়ক কৃষ্ণ ঘোষকে কেন্দ্র করে আমজনতার মধ্যে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কেন্দ্রে ও রাজ্যে দু'জায়গাতেই বিজেপি সরকার থাকায় এবারে কাটোয়ার বহু প্রতীক্ষিত রেলওয়ে উড়ালপুলটি বাস্তবের

মুখ দেখবে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া শহরের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে দুই বঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ। পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত কাটোয়া জংশন স্টেশন থেকে বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার আমোদপুর যাতায়াতের রেলপথ রয়েছে। কাটোয়া জংশন স্টেশনের ওপর দিয়ে দিনরাত অসংখ্য লোকাল, প্যাসেঞ্জার এবং এক্সপ্রেস ট্রেন বিভিন্নদিকে যাতায়াত করে। ফলে দিনরাত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে কাটোয়া স্টেশনটি। ট্রেন চলাচলের ব্যস্ততার কারণেই কাটোয়া স্টেশনে ঢোকার মুখে লেভেল ক্রসিংটিও দিনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলিতেই বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ এবং এর ফলে ব্যস্ততম লেভেল ক্রসিংয়ের দু'দিকে বিশাল জনজট সৃষ্টি হয়। জানজটের সমস্যায় অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকে। যানবাহন চালকদের কাছে এই রেলগেট তথা লেভেল ক্রসিংটি কার্যত নরক যন্ত্রণা ভোগ করার নামান্তর। কৃষ্ণ ঘোষ অবশ্য বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরপরই সমাজমাধ্যমে একাধিক ভিডিয়ো বার্তায় এলাকার সার্বিক উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন। সেই প্রেক্ষিতে বহু প্রতীক্ষিত এই রেলওয়ে উড়ালপুলের দাবিটি কবে পূরণ হয় সেদিকেই তাকিয়ে কাটোয়াবাসী।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ৩০ মে – ০৫ জুন, ২০২৬

সম্প্রীতির বাস্তবায়ন

সাম্প্রদায়িকতার জুজুকে প্রতিটি রাজনৈতিক দল এক সময় ভোটের ইস্যু করত। তখন ভারতীয় জনতা পার্টি দানা বাঁধে নি। লোকসভা কিংবা এ রাজ্যে তারা যথেষ্ট সংখ্যায় ছিল না। দীর্ঘদিন কংগ্রেস তারপর বাম আমল এবং বিগত সরকার সর্বদাই সাম্প্রদায়িক তাস ছলে বলে কৌশলে বারংবার ব্যবহার করেছে। দেশের ও দশের স্বার্থ না দেখে স্রেফ ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় মুসলিম সম্প্রদায়কে 'দুধেল গাই'–এর মত শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। রাজ্যবাসী সব দেখেছেন, শুনেছেন সেদিন। ভোট ময়দানে বিরোধীদের হুংকার দিতে গিয়ে বলেছেন, একটি বিশেষ সম্প্রদায় ক্ষেপে গেলে নাকি বাকি সম্প্রদায়ের বারোটা বেজে যাবে। এমন অসংসদীয় অমানবিক ভাষার যোগ্য জবাব রাজ্যবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে দিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে নতুন সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল প্রধানমন্ত্রীর সেই বিখ্যাত ভাবনা 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'।

বর্তমান রাজ্য সরকার বাস্তবিক অর্থেই কোনও তোষণ রাজনীতি না করেই আইনের শাসন আনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। কোন ধর্মীয় উপাসনা রাস্তা না আটকে এবং ঈদ উৎসবের নামাজ উপাসনালয়ে এবং ব্রিগেড ময়দানে শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়ে গেল এই নতুন বাংলায়। রাজনীতিতে কোনও ধর্মীয় উস্কানি কাজ করেনি। এমনকী পশুহত্যা সংক্রান্ত ১৯৫০ সালে আইন মোতাবেক 'কোরবানী'–র প্রথার কোন অসংবেদনশীল ঘটনা ঘটেনি। এজন্য বর্তমান রাজ্যপ্রশাসনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষরাও সমান কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। মন্দির–মসজিদ রাজনীতিতে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে দীর্ঘদিন যাদের ব্যবহার করা হয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থে আজ শুভেন্দু সরকার তাদের 'বিশ্বাস' অর্জন করতে পেরেছে। তাই স্রেফ সহমতের ভিত্তিতেই ধর্মীয়স্থানে উচ্চৈস্বরে মাইক বাজানো বন্ধ হয়েছে।

ধর্মের নামে একদা এ ভারতভূমি দু'টকরো হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে পাকিস্তান–বাংলাদেশের ঘটনাগুলি সারা বিশ্ব দেখেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা যাতে কোনও পর্যায়ে স্বেচ্ছাচারে পরিণত না হয় কিংবা ভোটলোভী নেতা–নেত্রীদের কামনা বাসনার বিষয় না হয়ে ওঠে সে বিষয় সর্তক থাকতে হবে সবপক্ষকে। আগামী দুর্গাপূজোয় যাতে বড় বড় রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে প্যান্ডেল বাঁধা না হয় কিংবা শিল্পের নামে বিকৃত মাতৃপ্রতিমা তৈরী না হয় সে ব্যাপারেও সরকারকে আলোচনা করেই পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমান সরকার সম্প্রীতির যে পরিমন্ডল তৈরী করেছে তা কাজি নজরুল ইসলামের 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'–এর বাস্তবায়ন। কুরুচিকর রাজনীতির অবসানে নতুন বাংলা প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠুক স্বামিজী, নেতাজি, রবি ঠাকুর আর নজরুল ইসলামের সোনার বাংলা।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

অনাদিকাল ধরে এই জন্মধারা প্রবাহিত, ভবিষ্যতেও এই ধারা চলতে থাকবে। ব্রহ্ম হতে জীবধারা জন্মে ও ব্রহ্মেই লীন হয়। জীবকুল নিজ নিজ বাসনায় জন্ম লাভ ক'রে বিবশ হয়ে বিবিধ দশায় পতিত হচ্ছে, আবার বাসনার উচ্ছেদ ক'রে ব্রহ্মেই লীন হয়। কোন জীব কিছু জন্ম, কোন জীব অসঙ্খ্য জন্ম লাভ করে, পূর্ণ জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত সকলকেই এই জন্মদশায় পতিত হয়ে সংসার ভ্রমণ করে যেতে হয়। তার মধ্যে কিছু জীব শুভাশুভ কর্মফলে সাময়িক স্বর্গ–নরক ভোগ ক'রে আবার মর্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করে। একমাত্র পূর্ণজ্ঞানেই যে কৈবলামুক্তি, তা যতদিন অধরা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত এই পরম্পরা চলতেই থাকে।

মানুষ, পশু, পাখী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদী, নির্ঝর, পর্বত, যক্ষ, গন্ধর্ব, দেব ইত্যাদি কত আকার, কত প্রকার জীব এই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও আরও কত কত জীব সংসার ভ্রমণে রত আছে, কে তার সংখ্যা বলতে পারে? পরমার্থতঃ এই সব অসত্য বলেই জানবে।

রাম বললেন, হে ভগবন্! প্রলয়ের শেষে সকল জীবই পরমপদে লীন হয়। পরমপদ লাভ হলে মুক্তি যদি সুনিশ্চিত বলা যায়, তবে নতুন সৃষ্টির প্রারম্ভে তারা কেন আবার দেহভাব প্রাপ্ত হয়? বশিষ্ঠ বললেন, রাম! আমি তো পূর্বেই তোমায় এর উত্তর দিয়েছি। তুমি তা বুঝতে পারনি কেন? তোমার বিচক্ষণতা কোথায় গেল? আত্মবিদ্যা অতি সূক্ষ্ম, তাই গভীরভাবে তার শ্রবণ–মনন না করলে পরমলাভ হয় না। এই স্থাবরজঙ্গময় জগৎ হল আত্মার আভাস অর্থাৎ আত্মার প্রতীতি অর্থাৎ আত্মার বিবর্ত। সেই কারণে স্থাবর–জঙ্গমাদি স্বপ্নের মত অসত্য। এইজগৎ সুদীর্ঘ স্বপ্নের মত, বিচার ক'রে দেখ, দেখবে আকাশে দুটি চাঁদ উদয়ের মতই তা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হবে। জাগ্রত ব্যাক্তি কখনও স্বপ্ন দেখে না, বুদ্ধিমান ব্যাক্তি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে স্বপ্নের অসত্যতা বুঝে স্বপ্ন–মনন থেকে বিরত হন। যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি জগৎদর্শন এবং স্বপ্নদর্শন সমার্থক বোধে উভয় দর্শনই বর্জন করেই মুক্ত হন।

মুক্ত হওয়ার পরেও স্বভাবকল্পিত সংসার সূক্ষভাবে পরমাত্মায় লীন থাকে। সে ক্ষেত্রে মুক্তি লাভ হলেও পুনর্জন্ম হতে পারে। তাই সংসারভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদই কর্তব্য। জলের মধ্যেই জলের ঘূর্ণন অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে, পরে উপযুক্ত অবস্থার প্রভাবে সেই অব্যক্ত ঘূর্ণন প্রকাশিত হয় তরঙ্গে। জীবের অন্তরেও তেমনই শরীর আভাসিত থকে। বাসনাজারিত হয়ে যথাকালে সেই আভাসিত শরীর ব্যক্ত হয়। তবে বাসনা যেমনই হোক, একবারে বহু দেহ হয় না, কারণ সমস্ত কর্ম একসঙ্গে পরিণত হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে মনের যে উৎকৃষ্ট দেহ, তা তার প্রাতিভাসিক রূপ পেয়ে থাকে। অর্থাৎ মনই দেহের রূপদান করে। সৃজনদক্ষ বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মার সঙ্কল্প অনুযায়ী সমস্ত সৃষ্টি সাধিত হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

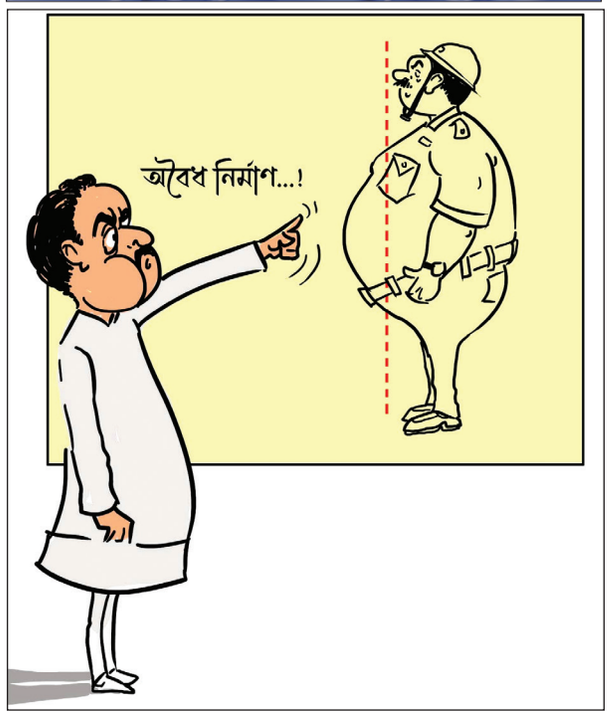

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

নোনতা ভোট

আগের ভোটগুলোতে খাদ্যের প্রসঙ্গ আসলে আসতো লাড্ডু। অতীতে বাংলায় এসে নরেন্দ্র মোদী দু–হাতে লাড্ডুর কথা শুনিয়েছিলেন। এবার কিন্তু বাংলার ভোট থেকে মিষ্টত্ব উধাও। তৃণমূল সুপ্রিমো কয়েক বার কচু, ঘেচু, কাঁচকলার উল্লেখ করলেও নেতা–নেত্রীদের মুখে যেমন ছিল কথার ঝাল খাদ্যের চর্চায় তেমনি সব থেকে বেশি ছিল মাছ –ভাত আর ঝালমুড়ি। কিছুতেই আর মিষ্টি ফিরল না ভোটের পাতে। তবে শেষ পর্যন্ত হারানো যায়নি লাড্ডুকে। ভোটের ফল বেরোতেই দেখা গেছে লাড্ডুর ক্যারিশমা। অবশ্য বিকিয়েছে নানা চিহ্নের সন্দেশও।

সাদা মমতা কালো মমতা

এতদিন সাদা শাড়ি ও সাদা হাওয়াই চটিতেই মমতা ব্যানার্জী ছিলেন পরিচিত। ভোট মিটতেই তিনি কালো সামলা পরে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিয়ে চলে গেলেন সটান হাইকোর্টের এজলাসে। তাঁকে আরও কালো করে দিল নিন্দুকদের স্লোগান চোর চোর। আবার ওকালতি নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতেই কালো সামলা উধাও। তবে নির্বাচন ও গণনা নিয়ে তিনি যেসব অভিযোগ করছেন তা নিয়ে কেন তিনি ফের কালো সামলা গায়ে দিচ্ছেন না সেটাই মানুষের প্রশ্ন। সম্ভবত আর তিনি কালো হতে চাননা। অবশ্য দলের উপর থেকে নিচু তলার কর্মীরা তাঁকে আর সাদা থাকতে দিল কই।

অপারেশন ইঁদুর

পাহেলগাঁও হামলার পর হয়েছিল ভারতের অপারেশন সিঁদুর। মিসাইল হানায় গুঁড়িয়ে গিয়েছিলো জঙ্গিদের পাকিস্তানী ডেরা। আর ভোট মিটতেই এপার বাংলায় শুরু হয়েছে অপারেশন ইঁদুর। খুঁজে খুঁজে পুলিশ ডেরা থেকে টেনে বার করছে তোলাবাজ, গুন্ডা–মস্তান, অবৈধ প্রোমোটারদের। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন গর্ত থেকে বার করে এদের উচিত শাস্তি দেবেন। শুরু হয়ে গেছে বুলডোজার অ্যাটাকও। এভাবে চলতে থাকলে, সব গর্ত খালি হয়ে গেলে রাজনীতির এই সব প্রাগৈতিহাসিক ইঁদুরের বংশ তো ধ্বংস হয়ে যাবে। এও কী সম্ভব!

রুক্ষ শিক্ষা

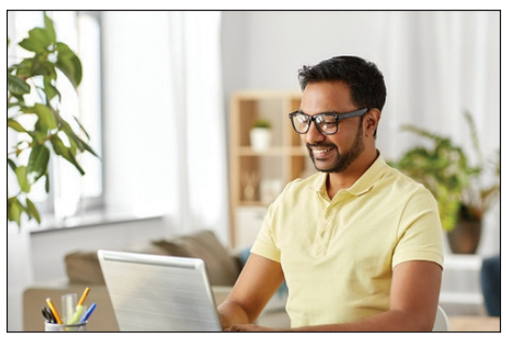

যুদ্ধ চলছে, জ্বালানি তেল আসছে কম, বাড়ছে দাম, রাশ টানতে হবে ব্যবহারে। এটাই এখন ভারতে প্রাকৃতিক তেলের সার কথা। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে যেমন এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন তেমনই নিজের কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা কমিয়েছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও একই পথে হেঁটেছেন। এবার সেই সংযমের পথ অনুসরণ করে কর্মীদের ওয়ার্ক ফ্রম হোম ও ভার্চুয়াল মিটিং করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। এরপর নিশ্চই অনলাইন পড়াশুনার পথে পা বাড়াবে ছাত্রছাত্রীরা। অতএব শিক্ষা এখন আর তৈলাক্ত নয়, কিছু দিন রুক্ষ হয়েই কাটাতে হবে বাংলার শিক্ষাকে।

দেশ দেশান্তরে

সিরিয়া ফেরত মহিলার বিরুদ্ধে মামলা

ঋজু দাস : অস্ট্রেলিয়ায় সিরিয়া ফেরত এক মহিলার বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)–এর সদস্য হওয়ার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে দেশটির ফেডারেল পুলিশ। অভিযুক্ত ৩৪ বছর বয়সী ওই মহিলা গত বছর সিরিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরেন।

অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের সহকারী কমিশনার হিন্ডা সিরেক জানান, ওই মহিলা ২০১৩ অথবা ২০১৪ সালে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন এবং পরে ২০১৯ সালে কুর্দি বাহিনীর হাতে আটক হন। এরপর তাকে সিরিয়ার আল–হাওল শরণার্থী শিবিরে রাখা হয়। তার বিরুদ্ধে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্য হওয়া এবং নিষিদ্ধ সংঘাতপূর্ণ এলাকায় প্রবেশের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই দুই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে ওই মহিলার নাম রায়ান এল হৌলি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, সম্প্রতি সিরিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসা সব প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার বিরুদ্ধেই তদন্ত চলছে। তদন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে ধরে নেওয়ার কোনও কারণ নেই বলেও জানানো হয়েছে।

চলতি মাসেই সিরিয়ার উত্তর–পূর্বাঞ্চলের আল–রোজ শিবির থেকে দুই দফায় বেশ কয়েকজন মহিলা ও শিশু অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসে। ২০১৯ সাল থেকে আইএস জঙ্গিদের পরিবারের সদস্যদের ওই শিবিরে আটকে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি ফিরে আসা তিন মহিলার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধসহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয়ায় রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার তাদের দেশে ফেরার জন্য কোনও সহায়তা করেনি। অন্যদিকে মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, শিশুদের তাদের বাবা–মায়ের সিদ্ধান্তের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত নয় এবং তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

শেষের শুরু সেই ভবানীপুরেই

মহাপতনের পথে / ১

প্রণব গুহ

ভবানীপুর বিধানসভা ক্ষেত্রটি ২০২৬–এর বিধানসভা ভোটে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নির্বাচনী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের এই লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল ভারত তথা সারা বিশ্ব। দেশ বিদেশের বহু সাংবাদিক এখানে এসে ছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বনাম তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সরাসরি নির্বাচনী লড়াই কভার করার জন্য। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের স্লোগান ছিল ঘরের মেয়ে ভবানীপুরে, অন্যদিকে বিজেপির লক্ষ্য ছিল ঘরের মেয়েকে ঘরে গিয়ে হারানোর। শুভেন্দু এখানে প্রার্থী হতেই এ লড়াই জমে ওঠে কারণ ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের অ্যাওয়ে ম্যাচে নন্দীগ্রামে মমতাকে হার মানতে হয়েছিল শুভেন্দুর কাছে। তাই এবার হোম ম্যাচ ছিল মমতার কাছে প্রেস্টিজ ফাইট। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে মহা পতন হল তাঁর দলের। কোন পথে এল এই মহা পতন সেটা খুঁজতেই এই কাঁটাছেঁড়া, 'মহা পতনের পথে'।

ভবানীপুরই যখন এই পতনের এপিসেন্টার তখন এর ইতিহাস–ভূগোলের দিকে একবার তাকানো যাক। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সীমানা নির্ধারণ কমিশনের আদেশ অনুসারে ২০১১ সাল থেকে বর্তমান ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি কলকাতা কর্পোরেশনের ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭ এবং ৮২ নং ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ৭৪ এবং ৮২ নং ওয়ার্ড দুটি ছিল আলিপুর বিধানসভার অন্তর্গত যা এখন বিলুপ্ত। ভবানীপুর বিধানসভার মধ্যে যেমন রয়েছে চৌরঙ্গী, তালতলা (রিপন স্ট্রিট–রয়েড স্ট্রিট), পার্ক স্ট্রিট (কঙ্করিয়া এস্টেটস–মল্লিক বাজার), শেক্সপিয়ার সরণি, ময়দান, হেস্টিংস (রেস কোর্স) এলাকার মত শহরের প্রাণকেন্দ্র তেমন রয়েছে ভবানীপুরের মত ঐতিহ্যশালী জনপদ, আদিগঙ্গার পাড়ে কালীঘাটের মত তীর্থক্ষেত্র, চেতলার মত প্রাচীন ব্যবসাক্ষেত্র এবং আলিপুরের মত ধনী এলাকা। বহু স্যার আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজি সুভাষ, ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ, মহানায়ক উত্তমকুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সহ বহু স্বনামধণ্য ব্যক্তি একসময় এই এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। ২০১১ (পুনঃনির্বাচন), ২০১৬ এবং ২০২১(পুনঃনির্বাচন) সালে এখান থেকেই নির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। আবার ২০২৬–এ এখান থেকেই হেরে বিদায় নিতে হল তাঁকে।

বাঙালি–অবাঙালি হিন্দু, শিখ, মুসলমান ধনী, গরিব, মধ্যবিত্ত মিশ্র জনসংখ্যার ভবানীপুর বিধানসভায়

২০১১ সালের ৬ নভেম্বর, ভবানীপুর থানায় পৌঁছে সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন অভিযুক্তদের। –ফাইল চিত্র

জনমতের উত্থান পতনের দিকে একবার তাকানো যাক। ২০১১ সালে এখানে তৃণমূল থেকে দাঁড়িয়েছিলেন সুব্রত বক্সী, পেয়েছিলেন ৬৪.৮ শতাংশ ভোট। বিজেপির রামচন্দ্র জয়সোয়াল পেয়েছিলেন ৩.৭ শতাংশ ভোট। পরে এখানে সুব্রতকে সরিয়ে বাই ইলেকশনে মমতা ৭৭.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হন। ৫ বছর যেতে না যেতেই ২০১৬–র নির্বাচনে ভবানীপুরে মমতার জনসমর্থন ৭৭.৪৬ থেকে নেমে আসে ৪৮.৫ শতাংশে আর বিজেপির সমর্থন ৩.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ১৯.৫ শতাংশ। এর কারণ হল ২০১১ সালের ২০ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ২০১১ সালের ৬ নভেম্বর মমতা নিজে গিয়ে এই ভবানীপুর থানা থেকে আসামি ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন। তাপস সাহা ও শম্ভু সাউ–এর নেতৃত্বে একটি স্থানীয় ক্লাবের প্রায় ৩০০ জন তরুণ চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের সামনে জগদ্ধাত্রী পূজায় উচ্চস্বরে মাইক বাজায় ও বাজি ফাটায়। ভবানীপুর থানার পুলিশ বাজি ফোটানো বন্ধ করতে ও তাদের দ্বারা অবরুদ্ধ ব্যস্ত এসপি মুখার্জি রোড খালি করতে বলে। তরুণরা ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে, যার জবাবে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এরপর এক তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়, যাতে বেশ কয়েকটি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং থানা ভাঙচুর করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ভবানীপুর থানায় পৌঁছে পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত পাচনন্দ, ডেপুটি কমিশনার (দক্ষিণ) ডিপি সিং এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ দস্তিদার সহ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উপর চিৎকার করেন। সাহা ও সাউকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয়। মমতা ভিড়ের কাছে গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি একজন সহকারী পুলিশ কমিশনারকে (এসিপি) 'পুলিশের বাড়াবাড়ি' তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অপরাধীদের বার্তা দিয়ে দিলেন তাদের পাশে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। পুলিশের কাছেও পৌঁছে গেল বার্তা, অপরাধীদের ধরলে ছুটে আসবেন তাদের মন্ত্রী। ফলে পুলিশ বুঝে গেল, ওসব ঝামেলায় না গিয়ে বরং এদের সঙ্গে মিলে মিশে চললেই ফায়দা। শুরু হল মহা পতনের যাত্রা। ক্রমশঃ সেই যাত্রার এগিয়েছে রকেটের গতিতে। শাসক দল ও প্রশাসনের স্নেহে, আদরে সারা রাজ্য জুড়ে মমতার প্রশ্রয়ে কত অপরাধী বেড়ে উঠেছে তা দেখিয়ে দিচ্ছে ২০২৬–এর রাজনৈতিক পরিবর্তন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী নতুন উদ্যমে যে ভাবে ধরপাকড় শুরু করেছেন তাতে তৃণমূল দলটাই না কর্মীর অভাবে উঠে যায়। মমতা ভবানীপুরের এই ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন কি না জানি না। তবে ২০২১–এ নিজের ঘর ভবানীপুর ছেড়ে তিনি চলে গেলেন নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে লড়তে। তৃণমূল থেকে ভবানীপুরে দাঁড়ালেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। পেলেন ৫৮.৪ শতাংশ জনসমর্থন। বিজেপির কিন্তু ভোট আরও বাড়ালো। ১৯.৫ থেকে বেড়ে বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ পেলেন ৩৫.৬ শতাংশ ভোট।

কিন্তু বীরত্বের আশা পূরণ হল না শুভেন্দুর কাছে হেরে ফিরে এসে মমতা ২০২১–এ শোভনদেবকে সরিয়ে ভবানীপুরে প্রার্থী হলেন। উপনির্বাচনে জিতলেন ৭১.৯ শতাংশ ভোট পেয়ে। বিজেপির প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল পেলেন ১২.৮৭ শতাংশ ভোট। তৃণমূলের ভোট বাড়ল ও বিজেপির ভোট কমলো দেখে শুরু হল ক্ষমতার আস্ফারণ। কিন্তু নিন্দুকেরা বলে, নন্দীগ্রামের হারের বদলা নিতে এই উপনির্বাচনে মমতাকে বড় ব্যবধানে জেতাতে এখানে ছাপ্পা ভোটের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। যদিও এই অভিযোগ সেই সময় ধোপে টেকেনি কারণ ২০২১–এ নন্দীগ্রামে মমতা হারলেও বিপুল ভোটে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। মনে রাখতে হবে তৃণমূলী রিগিং ও ভোট পরবর্তী হিংসার বীভৎসতায় কুখ্যাত হয়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২০২১–এর নির্বাচন। এরপর এল ২০২৪–এর লোকসভা নির্বাচন। রাজ্যে বিজেপির আসন সংখ্যা ২০১৯–এর থেকে কমলেও ভবানীপুরে কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের মালা রায় পান ৬২,৪৬১ ভোট আর বিজেপির দেবশ্রী চৌধুরী পান ৫৪,১৬৪টি ভোট। অর্থাৎ ব্যবধান মাত্র ৮০০০ ভোটের। অবশ্য জয়ের আতিশয্যে এই ব্যবধানকে পাত্তাই দেয়নি মমতার দল। অথচ এই ব্যবধান ২০২৬–এ এসে একেবারে উল্টে গেল। বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী পেলেন ৫৩.০২ শতাংশ ভোট আর টিএমসি প্রার্থী মমতা বন্দোপাধ্যায় পেলেন ৪২.১৯ শতাংশ ভোট। ঘরের মেয়ে পর্য্যুদস্ত হল ঘরেই।

দলের এক ও অদ্বিতীয় নেত্রী মমতা ব্যানার্জির কেন্দ্র হিসাবে ভবানীপুর কেন্দ্রকে যদি তৃণমূল কংগ্রেসের সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে বলতেই হবে তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তক্ষরণ ও বিজেপির উত্তরণ শুরু হয়ে গেছে ২০১৬–র নির্বাচন থেকেই। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের অপরাধীকরণের পাপটা যে শুরু হয়েছে এই ভবানীপুর থেকেই। যদিও জয় এতটাই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল মমতা ও তাঁর সঙ্গীদের যে জনসমর্থনের পড়তি হিসাবকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের পাপের সংখ্যা যত বেড়েছে ততই এগিয়ে এসেছে মহাপতনের পথ।

পাঠকের কলমে

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরে রাখা হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি

বাঙলা ও বাঙালির গর্ব ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই মহান মানুষটির জন্ম আমাদের কলকাতায় ১৯০১ সালের ৬ জুলাই। তুখোড় রাজনৈতিকবিদ ছাড়াও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ব্যারিস্টার। বাংলার কথা, বাঙালির মনের কথা ও বাঙালির সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধরে রাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ উপাচার্য। ১৯৪৮ সালে জওহরলাল নেহরু মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন ভারতের প্রথম শিল্প মন্ত্রী। হিন্দু মহাসভার প্রথম সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৫১ সালের ২১ আগস্ট তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ। কিন্তু এই মহান মানুষটিকে বাংলা ও বাঙালি চিনতে ভুল করেন। ভুল বোঝেন। তাই হয়নি কোন যথাযথ মূল্যায়ন। নতুন সরকার আপাদমস্তক বাঙালি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে যথাযথ মর্যাদা, সম্মান ও স্যালুট জানিয়ে আপন করেছেন। বাঙালি হিসেবে আমরা খুবই গর্বিত। নতুন সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব প্যাঠাংশে পড়ানো হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী। সেইসাথে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও সরকারি দপ্তরে রাখা হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবি।

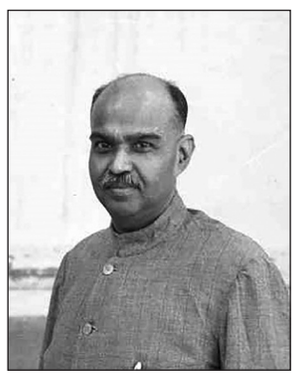

আধুনিক প্রজন্ম নতুন করে জানুক ও শিখুক শ্যামাপ্রসাদেরআদর্শ ও জগৎসভায় বাঙালি কে তুলে ধরার সংগ্রামের কথা।

দীপংকর মান্না

ভগবৎ গীতা পঠনের অন্তর্ভূক্তিকরণ

আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমাদের নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভগবৎ গীতা পঠনের উদ্যোগ নিলে খুবই উপকৃত হব বলে আশা রাখি। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভগবৎ গীতার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবৎ গীতা পাঠ আমাদের জীবন পথে চলার প্রধান উপাদেয়। ছাত্র–ছাত্রীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিয়মাবলী ও অনুবর্তিতা সঠিক পথের সন্ধান দেয়। ঈশ্বর প্রীতি ও আনুগত্যর অভাব বর্তমান সমাজে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিষাদ যোগ, সাংখ্য যোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মসন্ন্যাস যোগ, ধ্যানযোগ, বিজ্ঞান যোগ, অক্ষরব্রহ্ম যোগ, রাজগুহ্য যোগ, বিভূতি যোগ, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, ভক্তিযোগ, প্রকৃতি–পুরুষ–বিবেকযোগ, পুরুষোত্তম যোগ, গুণত্রয় বিভাগ যোগ, দৈবাসুর সম্পদ বিভাগযোগ, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ প্রভৃতি যোগ অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা জগৎ সংসারে চলার পথে নৈতিকতা, সততার সঙ্গে যাতে পথ চলতে পারি এই উপলব্ধি আমাদের কাম্য। আমাদের চৈতন্য–চেতনা যাতে বিপথগামী না হয় তাহাই কাম্য। তাই আমার অনুরোধ যত শীঘ্র সম্ভব জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সঠিক পথ নির্ণয়ের সন্ধান দেবে শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত অমৃতময় স্নিগ্ধ বাণী বিশ্বসংসারের পাথেয় হোক ইহাই কাম্য।

মৈত্রী মণ্ডল, কলকাতা

আইএসআইয়ের সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই)–এর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল এডুকেশন সেন্টার (আইএসইসি)–এর ৭৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২৮ মে ইনস্টিটিউটের এ.এন. কোলমোগোরভ ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণার্থীদের ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান সমাবর্তন ভাষণ দেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত, জাতীয় পরিসংখ্যান কমিশনের (এনএসসি) প্রাক্তন চেয়ারপার্সন এবং আইএসআই–এর প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক বিমল কুমার রায়। আইএসইসি–র বোর্ড অব ডিরেক্টর্সের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস. পি. মুখার্জি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং উদ্বোধনী ভাষণ দেন। আইএসআই–এর অধিকর্তা অধ্যাপক অমর্ত্য কুমার দত্ত স্বাগত ভাষণ দেন এবং ডিপ্লোমা প্রদান করেন। আইএসইসি–র কার্যনির্বাহী সদস্য–সচিব অধ্যাপক অয়নেন্দ্রনাথ বসু এই উপলক্ষে বার্ষিক পর্যালোচনা প্রকাশ করেন। সহকারী সদস্য–সচিব অধ্যাপক সন্দীপ মিত্র উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বিমল কুমার রায় তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি নীতি কার্যকর করতে তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে তথ্য প্রকাশের সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা আবশ্যক। তিনি অধ্যাপক পি. সি. মহলানবীশের অবদানের কথাও স্মরণ করেন এবং বলেন, তাঁর উদ্ভাবিত “মহলানবীশ ডি–স্কোয়ার” বর্তমানে বিভিন্ন গণিত ও বৈজ্ঞানিক পরিমাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে ১১টি দেশের মোট ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে (৬ জন মহিলা ও ১২ জন পুরুষ) “স্ট্যাটিস্টিক্যাল থিওরি অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশনস” বিষয়ে ১০ মাসের ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা ইথিওপিয়া, ফিজি, গাম্বিয়া, ঘানা, মায়ানমার, নেপাল, নাইজার, দক্ষিণ সুদান, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া এবং জিম্বাবোয়ে থেকে এসেছেন।

বর্তমানে এই কোর্সটি আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান শিক্ষা কেন্দ্র (আইএসইসি) ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো–অপারেশন (আইটিইসি) কর্মসূচির সহযোগিতায় পরিচালনা করছে। এই কেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের জন্য তাত্ত্বিক ও প্রয়োগমূলক পরিসংখ্যান বিষয়ে নিয়মিত ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জাতীয় পরিসংখ্যান দফতর, অন্যান্য সরকারি বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়িক সংস্থার আধিকারিক। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮৬টি দেশের ১৭৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থী এই কোর্সে অংশগ্রহণ করে ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন।

বাঁকুড়ায় শিল্পকলা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়ায় অনুষ্ঠিত হল ৪ দিনের বাঁকুড়া শিল্পকলা উৎসব। এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে পঞ্চম বর্ষের এই উৎসবের সূচনা হয় ২৬ মে। উৎসবের উদ্বোধন করেন

বিখ্যাত টেরাকোটা ভাস্কর রামকুমার মান্না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে শুভ সূচনা করেন প্রবীণ শিল্পী বাসুদেব চন্দ। এই উৎসবে বাঁকুড়ার ৩৩ জন শিল্পীর শিল্পকলা প্রদর্শিত হয়।

উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা দয়াময় বন্দোপাধ্যায় জানান, রামকিঙ্কর–যামিনী রায়ের জেলা বাঁকুড়ায় আজও বহু শিল্পী তাঁদের শিল্পকর্মের নিদর্শন রেখে চলেছেন। আমাদের এই শিল্পকলা উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, বাঁকুড়ায় একটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারি তৈরি করার। যেখানে এইসব শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মের নিয়মিত প্রদর্শনী করতে পারবেন এবং শিল্পানুরাগী দর্শকদের সামনে তাঁদের শিল্পকলা তুলে ধরতে পারবেন। এমনটা হলে এইসব শিল্পকলা চর্চা বাড়বে জেলা জুড়ে। প্রতিদিনই শিল্পপ্রেমী মানুষের

‘অন্নপূর্ণা যোজনার’ ফর্ম বিলি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মেনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো কেন্দ্রীয় সরকারের ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’। ২৮ মে গঙ্গাসাগরের কৃষ্ণনগর মধ্যপল্লী এলাকায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এলাকার মহিলাদের হাতে এই প্রকল্পের আবেদনপত্র তুলে দেন সাগর বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল এবং বিডিও কানাইয়া কুমার রাও।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’–এর পরিবর্তে আরও সুবিধাযুক্ত ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ চালু করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের ফর্ম বিলি শুরু হলো।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, মায়েদের মধ্যে এই যোজনা নিয়ে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশা করছি, আগামী ৩ জুনের মধ্যেই প্রচুর সংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়বে। তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপভোক্তা মহিলারা সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ৩

কাষ্ঠখোদাই শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগী বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : বিশ্ববিখ্যাত কাঠপুতুল গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন নবনির্বাচিত বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় হস্তশিল্পীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের দাবি শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির পর সেটি রাজ্য সরকারের কাছে যথাবিহিত পেশ করবেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পীলা পঞ্চায়েতের অধীনস্থ নতুনগ্রামের বিশ্বজুড়ে পরিচিতি কাঠপুতুল গ্রাম নামেই, ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী প্রাচীন এই জনপদের অসংখ্য পরিবার কাষ্ঠখোদাই শিল্পের সঙ্গে জড়িত যুগ যুগ ধরে। এখানকার হস্তশিল্পীরা মূলত নানান আঙ্গিকের কাঠপুতুল তৈরি করছেন এবং হস্তশিল্পই বিশ্বব্যাপী নতুনগ্রামের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

নানাবিধ কাঠের ওপর হাতুড়ি–বাটালির সাহায্যে খোদাই করা অসাধারণ সব শিল্পকর্মে মন্ত্রমুগ্ধ শিল্পরসিকমহল। এখানকার কাঠের তৈরি নানান আঙ্গিকের দেবদেবীর মূর্তি, গৌর–নিতাই, লক্ষ্মীপেঁচা, বংশীধারী কৃষ্ণ, কালী, গণেশ, হাতি, ঘোড়া, রথ, রাজারানি সহ হরেকপ্রকার রঙীন পুতুল যুগে যুগে ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এই শিল্পকর্মের দৌলতে নতুনগ্রামের একাধিক শিল্পী রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কৃতও হয়েছেন। বর্তমানে এখানকার হস্তশিল্প আধুনিকতার

ছোঁয়ায় আরও সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তাই নিত্যনতুন ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদনের দিকেও ঝুঁকেছেন শিল্পীরা। তাঁদের সুদক্ষ হাতের জাদুতে এখন ঘরসাজানোর অসংখ্য সামগ্রী তৈরি হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরভর বিভিন্ন মেলাগুলিই নতুনগ্রামের হস্তশিল্পীদের প্রধান প্ল্যাটফর্ম। জেলা ও রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নানাবিধ মেলায় এখানকার শিল্পীরা তাঁদের তৈরি হস্তশিল্পসামগ্রীর পসরা নিয়ে হাজির হন। তাছাড়া সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত মেলাগুলিতেও শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যজুড়ে ‘সবলা মেলা’ সহ কলকাতায় ‘রাজ্য হস্তশিল্প মেলা’ চালু করেছিলেন। সেসব মেলাতেও নতুন গ্রামের শিল্পীদের স্টল থাকতই। তাছাড়া এখনতো অনলাইন কেনাকাটার যুগ।

এক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই নতুনগ্রাম। এখানকার বেশ কিছু শিল্পী অনলাইনেই ক্রেতাদের পছন্দমতো সামগ্রীর অর্ডার নিয়ে বাড়ি বসেই কারবার করছেন। কাঠের তৈরি দেবদেবীর মূর্তি থেকে শুরু করে দেওয়ালঘড়ি, ফুলদানী, নকশাদার টুল, ঝাড়বাতি, লণ্ঠন, আয়না, চোখ ধাঁধানো শো'পিস প্রভৃতি সামগ্রী দেশ এবং দেশের বাইরে শিল্পরসিকদের কাছে এভাবেই পৌঁছে যাচ্ছে। এই কাষ্ঠখোদাই শিল্পই নতুনগ্রামবাসী রুজিরুটির প্রধান অবলম্বন। এই শিল্পের ওপরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শতাধিক পরিবার নির্ভর করে থাকেন। কাঠপুতুল গ্রামের হস্তশিল্পীদের উন্নতিতে এলাকায় ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। পানীয় জলের অভাব নেই। শিক্ষা–স্বাস্থ্য–বিদ্যুৎ–পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও যথেষ্টই উন্নতি হয়েছে। তৈরি হয়েছে গেস্টহাউসও। তবুও, এই ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পসামগ্রীর সারাবছর ধারাবাহিক বিপণন নিয়ে এখনও নতুন গ্রামের শিল্পীদের একরাশ দুঃশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। এবারে তীব্র গরমের মধ্যে শিল্পীদের কাজের বাজারটাও নাকি বেশ মন্দা। দুঃসহ পরিস্থিতিতে শিল্পীদের কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে। সেইসঙ্গে তীব্র গরমে হস্তশিল্পরসিক দেশি–বিদেশি পর্যটকরাও নতুন গ্রামমুখী হতে আগ্রহী হারাচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে।

স্থানীয় কাষ্ঠখোদাই শিল্পী রাকেশ সুত্রধর বলেন, এই গরমে কাজ করাটাই খুব কষ্টকর। তাছাড়া, এইমুহূর্তে সেরকম কোনও বড়োসড় মেলাও নেই। এই মুহূর্তে টুকটাক কাজ নিয়ে কোনওরকম চলছে। এলাকার বিজেপি বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায় ২৭ মে মোবাইল ফোনে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে বলেন, আমি বিধায়করূপে ইতিমধ্যেই নতুনগ্রামে একবার গিয়েছি। সেখানকার শিল্পীরা আমাকে কাঠপুতুল দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। আমি নতুনগ্রাম সহ সেখানকার হস্তশিল্পীদের সার্বিক উন্নয়নে সদা সচেষ্ট। শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের দাবিদাওয়াগুলি নিয়ে কিছু পরিকল্পনা তৈরি করার পর সেগুলি রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করব। আমি নতুনগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে যথেষ্টই আশাবাদী।

গ্রেপ্তার অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের শারীরশিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক বাপ্পা সাঙ্গুইকে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের অভিযোগে সিউড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে।
নির্যাতিতার বাবা সিউড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে। ২৪ মে সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। ঘটনার দিন টিউশন পড়তে আসা সহপাঠী ছাত্র সৌম্যদীপ গোস্বামী দাবি করে, টিউশন চলাকালীন ওই ছাত্রী অধ্যাপকের বিয়ে হয়েছে কিনা জানতে চায়। তখন অধ্যাপক পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বারন করেন। সেখানে কোনো শ্লীলতাহানি বা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অধ্যাপক বিবাহিত এবং তার একটি ছোট সন্তান রয়েছে জানতে পেরে ছাত্রীটি ক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকে চলে যায়। অধ্যাপকের আইনজীবী নির্মলচন্দ্র মণ্ডল এই মামলাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেন।

বিধায়কের সাতদিনের হেফাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষমেষ পুলিশের জালে বিষ্ণুপুরের পলাতক তৃণমূলের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল। ১৪ মে ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের পৈলানে দিলীপ মণ্ডলের বাড়িতে অতর্কিতে হানা দিয়েছিল তার সন্ধানে। কারণ বিষ্ণুপুরে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী দিলীপ মণ্ডল বিজয় মিছিলে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে হুমকি দিয়েছিলেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধেও কটূক্তি করেন। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারপরই ভুরিভুরি অভিযোগ জমা পড়ে বিষ্ণুপুর থানায়। তাই সেদিন পুলিশ বাহিনী তার সন্ধানে বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল কিন্তু তিনি বাড়ির দেওয়াল টপকে গ্রেফতারি এড়িয়ে পালিয়ে যান। কিন্তু তার কয়েক দিনের মধ্যেই তার একমাত্র ছেলে অর্ঘ্য মণ্ডলকে পুলিশ ডায়মন্ডহারবার থেকে গ্রেপ্তার করে অস্ত্র সমেত। কিন্তু দিলীপ মণ্ডলকে পুলিশ কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এসটিএফ ও ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলার পুলিশ বাহিনী উড়িষ্যা পুলিশের সহযোগিতায় পুরীর ব্লু লিলি হোটেল থেকে ২৭ মে সকালে গ্রেফতার করে। ট্রানজিট রিমান্ডে দিলীপ মণ্ডলকে নিয়ে পুলিশ এখন রাজ্যে ফিরছে। সূত্রের খবর, ২৮ মে তাকে আদালতে পেশ করা হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ নানা অভিযোগ তো থানায় দায়ের হয়েইছিল তার সঙ্গে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস সারদা গার্ডেনের ৩০০ কোটি টাকা মাটি বিক্রির অভিযোগ এনেছেন দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। সে বিষয়ে লিখিত থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন তিনি।

২৯ মে গ্রেপ্তার হওয়া বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। তার বিরুদ্ধে ২০১৪ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত মোট ১১ টি মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধর্ষণের চেষ্টা, হুমকি, সন্ত্রাস সহ নানা ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ২০২৬ সালের একটি ধর্ষণের মামলায় তাকে ৭ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। অন্য ১০টি মামলায় জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

গ্রেপ্তার দুই জাহাঙ্গীর ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ মে রাতে ফলতা বিধানসভার বঙ্গনগর–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহাঙ্গীর ঘনিষ্ঠ ইসরাফিল চাকদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। গত ১০ বছর ধরে জাহাঙ্গীর খানের আশ্রয় থেকে এই ইসরাফিল জনসাধারণের ওপরে সন্ত্রাস–হুমকি এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় প্রতারণা করে আসছিল। বিশেষ করে হাসিমনগরে মহিলারা আন্দোলনে নেমেছিল ইসরাফিলের গ্রেপ্তারের দাবিতে। এর বিরুদ্ধে পুরনো অনেক মামলাও আছে। কিন্তু তৃণমূল জমানায় জাহাঙ্গীর খানের ভয়ে পুলিশ এই ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বিধানসভার নির্বাচনের গণনার পরের দিন থেকেই ইসরাফিল চাকদার বেপাত্তা হয়ে যায়। ২৭ মে পুলিশ সন্ধান পায় এক গোপন ডেরার।

২৮ মে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তাকে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর পুলিশ কোর্টের কাছে পুলিশি হেফাজতে রাখার জন্য আবেদন করবে এই ইসরাফিল চাকদারকে।
অন্যদিকে, ২৮ মে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভার অন্তর্গত বিশেষ বাণিজ্যিক কেন্দ্রতে একটি ইউনিটের শ্রমিকরা জাহাঙ্গীর খানের ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার সুরজিৎ প্রামানিকের নানা অবৈধ কাজ এবং জুলুমবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালো। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানিয়েছে, তাদের ৮ ঘন্টা কাজের পরিবর্তে কোনও সময় ১২ ঘন্টা, কোনও সময় ১৬ ঘন্টা কাজ করানো হত। ওভারটাইমের জন্য মূল্য দেওয়া হত না। কোন ছুটি দেওয়া হত না । অথচ তৃণমূলের কোন মিটিং থাকলে জোর করে নিয়ে যাওয়া হত। জুলুমবাজি করে তাদের ন্যায্য পাওনা গন্ডা থেকে টাকা পয়সা কেটে নেওয়া হত। কেউ টাকা দিতে অস্বীকার করলে জাহাঙ্গীর খানের ভয় দেখানো হত। সুমিত্রা আওয়াজ তুলেন, যে ফলতা অবাধ বাণিজ্য কেন্দ্রে কোন সিন্ডিকেট রাজ জুলুমবাজি ইউনিয়ন বাজি চলবে না। শ্রমিকরা আরো জানিয়েছেন, পুলিশ সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে অবিলম্বে এই জাহাঙ্গীর খানের ঘনিষ্ঠ ঠিকাদার সুরজিৎ প্রামানিককে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক।

অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রত্যাহার

বিশাল দাস, বীরভূম: বীরভূমে বড় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে ঘিরে নতুন করে সরগরম জেলার রাজনৈতিক মহল। রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে ২৮ মে রাতে বীরভূমের বাড়ি থেকে নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের। দীর্ঘদিন ধরে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৮ মে রাত থেকেই তার নিরাপত্তায় থাকা শেষ সশস্ত্র পুলিশকর্মীকেও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর আগে তার ওয়াই প্লাস ক্যাটেগরির নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল। পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় সর্বক্ষণের জন্য একজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন রাখা হলেও এবার সেই ব্যবস্থারও অবসান ঘটল।

নিরাপত্তা প্রত্যাহারের পর অনুব্রত মণ্ডলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে তার ঘনিষ্ঠ মহলে। সূত্রের খবর, বর্তমানে তার জন্য বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে এবং ইতিমধ্যেই উপযুক্ত নিরাপত্তাকর্মীর খোঁজ শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে অনুব্রত মণ্ডল নিজে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুধু অনুব্রত মণ্ডলই নন, বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা এবং হাসনের বিধায়ক কাজল শেখ–এর অতিরিক্ত নিরাপত্তাও প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখন থেকে বিধায়ক হিসেবে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তা আর রাখা হবে না।

রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই প্রশাসনিক স্তরে একাধিক রদবদলের সম্ভাবনার ইঙ্গিত মিলছিল। সেই আবহে এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। একসময় বীরভূম জেলা রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী মুখ ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। জেলার সংগঠন থেকে প্রশাসনিক প্রভাব–দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহারকে নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তাঁদের মতে, এর মাধ্যমে জেলার রাজনৈতিক সমীকরণে পরিবর্তনের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিরোধীদের একাংশের দাবি, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস এবং নিরাপত্তা মূল্যায়নের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের অন্দরেও বিষয়টি নিয়ে চলছে জোর আলোচনা।জেলার বিভিন্ন মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও বিশ্লেষণ। সব মিলিয়ে, অনুব্রত মণ্ডল–সহ একাধিক নেতার নিরাপত্তা কমানোর সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বীরভূমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আগামী দিনে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হতে পারে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

উদ্ধার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী, কাঠগড়ায় বুথ সভাপতি ও তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : সরকারি এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ত্রাণ সামগ্রী ব্যক্তিগত দোকানে মজুত করে রাখার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল গঙ্গাসাগরের খাস রামকর চর এলাকা। রামকর চর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৫ নম্বর বুথের তৃণমূল কর্মী ভূপতি মাইতির দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই দোকানটিতে তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৪৩টি ত্রিপল, ১১ বস্তা মাছের খাবার, ১৩ বস্তা চুন এবং ২ বস্তা মিস। উদ্ধার হওয়া এই সামগ্রীগুলির গায়ে সরকারি এবং বিভিন্ন এনজিওর সিলমোহর ও নাম রয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

তীব্র বিতর্কের মুখে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী ভূপতি মাইতি সাফাই দিয়ে দাবি করেন, ‘এই সামগ্রীগুলি আমার নয়। ওই এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি ভোটের আগে নিজের

দায়িত্বে এই জিনিসগুলো আমার দোকানে রেখে গিয়েছিলেন।’

বিপর্যয় মোকাবিলা বা দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য আসা সামগ্রী রাজনৈতিক নেতার মদতে ব্যক্তিগত দোকানে কেন মজুত রাখা হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এই ত্রাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি না করে রাজনৈতিক স্বার্থে আটকে রাখা হয়েছিল। ঘটনাটি সামনে আসার পর তৃণমুল বিরোধীরা একে বড়সড় দুর্নীতি বলে অভিহিত করে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে, বুথ সভাপতির নাম জড়ানোয় অস্বস্তিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রশাসন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

কনজেনিট্যাল ট্যালিপাস ইকুইনো ভ্যারাস রোগের চিকিৎসায় সাফল্য

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : কনজেনিট্যাল ট্যালিপাস ইকুইনো ভ্যারাস রোগের চিকিৎসায় সাফল্য। একেবারেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের অন্যতম বৃহৎ সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রতিদিনই হাজার হাজার রোগী চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই মহকুমা হাসপাতালে আসেন। প্রায় দুমাস আগে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ‘মাতৃমা’ তে ভর্তি হয়েছিলেন ঝুমা সাঁফুই। তাঁর বাড়ি ক্যানিং থানার অন্তর্গত নলিয়াখালি গ্রামে। হাসপাতালে কন্যাসন্তান প্রসব করেন। এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় কন্যাসন্তান। সুস্থভাবে প্রসব হলেও জন্মের পর শিশুর শরীরে দেখা যায় তার দুটি পা পুরোপুরি বাঁকা। শিশুটি বড় হলে তার হাঁটা চলাতে সমস্যা হবে।

এমত অবস্থায় মহাফাঁপরে পড়ে সাঁফুই পরিবার। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শিশু কন্যাকে নিয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট চিকিৎসকের দ্বারস্থ হয়, চিকিৎসকরা জানিয়ে দেয়, এমন রোগের সমাধান নেই।

অগত্যা আরো ভেঙে পড়ে সাঁফুই পরিবার। মাস দুই পর শিশু কন্যাকে নিয়ে হাজীর হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অস্থি বিশেষজ্ঞ ডাঃ কার্তিক নাসিপুরির কাছে। তিনি শিশুটির চিকিৎসা শুরু করেন। বর্তমানে ডাঃ নাসিপুরির চিকিৎসায় দুমাসের ছোট্ট শিশু সহেলি সাঁফুই সুস্থ হওয়ার পথে, এতে অত্যন্ত খুশি সাঁফুই পরিবার।

মা ঝুমা সাঁফুই জানিয়েছেন, ‘ওর জন্মের পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারপর পা দুটি বাঁকা নজরে পড়ে। প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে গেলে তারা বলে, এ রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়। পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসতেই সেই চিন্তা মুক্ত হয়। চিকিৎসা হয় এবং পরবর্তী সময়ে সে সুস্থভাবে চলাচল করতে পারবে বলে চিকিৎসক জানিয়েছেন।’

অস্থি বিশেষজ্ঞ ডাঃ কার্তিক নাসিপুরি জানিয়েছেন, ‘ট্যালিপাস ইকুইনো ভ্যারাস চিকিৎসা পরিভাষায়, ওই শিশু কনজেনিট্যাল ট্যালিপাস ইকুইনো ভ্যারাস(সিটিইভি)রোগে আক্রান্ত। যা কিনা জন্মের পর থেকে চিকিৎসা পরিষেবায় পুরোপুরি সুস্থ হওয়া যায়। তবে নুন্যতম ৫ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলে তা সম্ভবপর হয় না। এছাড়াও জন্মের পর প্রায় ১ হাজারের মধ্যে ১ জন কে এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

‘কনজেনিট্যাল ট্যালিপাস ইকুইনো ভ্যারাস’ হল ‘জন্মগত মুগুর পা’ বা ‘জন্মগত টালি পা’।

কনজেনিট্যাল অর্থাৎ জন্মগত। অর্থাৎ বাচ্চা পেটে থাকতেই যে সমস্যা নিয়ে জন্মায়। ট্যালিপাস পায়ের পাতার বিকৃতি। ল্যাটিন Talus– গোড়ালি +Pes = পা। ইকুইনো অর্থাৎ ঘোড়ার মতো। এখানে পায়ের গোড়ালি উপরে উঠে থাকে, আঙুল নিচের দিকে নামানো থাকে, ঘোড়ার খুরের মতো। ভ্যারাস অর্থাৎ ভিতরের দিকে বাঁকা। পায়ের পাতা ভিতরের দিকে মোড়ানো থাকে।

এটা সাধারণত বাচ্চাদের জন্মগত পায়ের বিকৃতি। এতে এক বা দুই পায়ের পাতা ভিতরের দিকে ও নিচের দিকে বেঁকে থাকে।

এই রোগের লক্ষণ–পা স্বাভাবিকভাবে মাটিতে ফেলা যায় না, হাঁটতে অসুবিধা হয়। চিকিৎসাগত ভাবে পনসেটি মেথডে প্লাস্টার, জুতো, প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়। যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু হয়, তত ভালো ফল পাওয়া যায়।’

হাসপাতালে রোগীকে মারার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৮ মে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ঢুকে রোগীকে মারা'র চেষ্টা করায় অভিযুক্তকে পাকড়াও করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে তুলে দিলে গ্রেপ্তার করে বোটানিক্যাল গার্ডেন থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনকয়েক আগের একটি গন্ডগোলের ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এক যুবক। ঘটনায় যারা জড়িত ছিলেন তারাই ওই যুবকের উপর চড়াও হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে জেরা করে ঘটনার তদন্ত চলছে।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলো মহিলারা

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : রামপুরহাট ব্লকের মাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরপুরা, তাঁতবাধা–সহ একাধিক গ্রামের আদিবাসী ও সাধারণ মহিলারা চোলাই মদের বিরুদ্ধে সরব হয়ে রাস্তায় নামে লাঠি ও ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়ে বেআইনি মদের কারবার অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাথর শিল্প নির্ভর এই অঞ্চলে বহু শ্রমিক চোলাই মদের নেশায়

আসক্ত হয়ে পড়ছেন। অভিযোগ, দিনের পর দিন উপার্জনের বড় অংশ মদের পেছনে খরচ হওয়ায় সংসারে বাড়ছে অশান্তি, আর্থিক সংকট ও পারিবারিক সমস্যা। এর জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পরিবারের মহিলাদের। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মহিলাদের দাবি, বহু পরিবার কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে। সংসারের দায়িত্ব সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে, তাই অবিলম্বে এলাকায় চোলাই মদের উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তাঁরা।

দীর্ঘদিনের নিকাশি সমস্যায় বেহালা পূর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের পর এবার বেহালা পূর্বের নয়া বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর সিকদার এলাকার ১১টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১৫, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ এই ওয়ার্ডগুলিতে নিকাশি সমস্যা সুরাহা করতে কেন্দ্রীয় পৌরভবনে পৌর মহাধ্যক্ষা স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে বৈঠক করেন। ২৫ মে'র ওই বৈঠকে বেহালা পূর্বের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা করেন। ১২২ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত গোটা মতিলাল গুপ্ত রোডসহ একাধিক রাস্তা বর্ষা কালে হাঁটাচলা করার অযোগ্য হয়ে ওঠে। রাস্তায় আলো নেই। রাস্তায় বর্ষার জল জমে যায়। পরে বেহালা পূর্বের বিধায়ক বলেন, 'সামনের ১৫ জুন থেকে বর্ষার মরশুম শুরু হচ্ছে। বেহালা পূর্বের নিকাশি সমস্যা দীর্ঘদিন যাবৎ রয়েছে। এই এলাকার নাগরিক পরিষেবা স্বচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক করার জন্য পৌর মহাধ্যক্ষার কাছে আবেদন করা হয়েছে।

সরসুনা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শৌচালয় নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার মধ্যে শতবর্ষের পুরনো একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আউটপেশেন্টস্ ডিপার্টমেন্ট চিকিৎসা করতে আসা মহিলাদের জন্য কোনও বাথরুম নেই। গত ১৫ বছরে নেই নয়, কোনও কালেই ওপিডিতে আসা মহিলা রোগীদের জন্য কোনও বাথরুম নেই। ছেলেদের জন্য চালহীন চার দেওয়ালের একটি বাথরুম আছে, তাতে না আছে জল, না আছে দরজা। এই হল কলকাতার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সরসুনা ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র(ঠাকুরপুকুর–মহেশতলা ব্লক)। কিন্তু নিত্য ওপিডিতে আসা রোগী চোখে পরার মতো। সকাল ৯ টার পর বিরাট লাইন। কয়েকশো রোগী আসে আউটডোরে চিকিৎসা করাতে। আর প্রতিদিন কুকুর–বিড়াল–হনুমান–বিছার কামড়ের প্রতিষেধক ভ্যাকসিন নিতে আসে ৬০–৮০ জন। অথচ তাদের জন্য রাজ্যের বিগত ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার একটি যথোপযুক্ত শৌচালয় তৈরি করতে পারলো না। কিন্তু এখানে জায়গার কোনও অভাব নেই। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট জায়গা। ২৬ মে স্থানীয় বিধায়ক ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে এসে তার পরিকাঠামো দেখে জানালেন, অতি দ্রুত ওপিডি আসা পুরুষ–মহিলা রোগীদের জন্য একটি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন শৌচালয় নির্মাণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রত্যেক চিকিৎসক বিধায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালের পরিকাঠামোর খোঁজ নিতে এবং এখানে দ্রুত যাতে এক্স–রে ও ইউএসজি শুরু করা যায়, তার নির্দেশ দিয়েছেন। চালু করা হবে অ্যান্টিনেটাল কেয়ার।

থার্ড সেমিস্টারের বাংলা বই অধরা?

নিজস্ব প্রতিনিধি : এপ্রিল ও মে দু'মাস পার হয়ে গেল, রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দ্বাদশ শ্রেণির তৃতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা বাংলা 'সাহিত্যানুশীলন' বইটি এখনও হাতে পেল না। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে থার্ড সেমিস্টারে চল্লিশ নম্বরের 'এমসিকিউ টাইপ কুয়েশ্চন'–এর পরীক্ষা। রাজ্যের দ্বাদশ শ্রেণির ৬ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী এখনও ১ জুন স্কুল খোলার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপে বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে বাংলা পাঠ্য বইটির বিষয়ে কোনও খবর নেই। এই কারণে পড়ুয়া, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও অভিভাবক–অভিভাবিকারাও সব মিলিয়ে ঘোর সমস্যায়। সেমিস্টার সিস্টেমে সময় কম। তাও সঠিক সময়ে বই না পেলে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হয়।

এদিকে রাজ্যে স্কুলগুলি খোলা আছে। একাদশ শ্রেণিতে নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি চলছে। প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকাসহ কিছু কিছু শিক্ষক–শিক্ষিকা স্কুলে আসছে। বইগুলি গরমের ছুটিতে দিয়ে দেওয়া গেলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বাড়িতে বাংলা পড়াটা শুরু করে দিতে পারতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা চলেছিল ৮–২২ সেপ্টেম্বর। সময় সকাল ১০টা থেকে ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। ৭৫ মিনিটের 'এমসিকিউ টাইপ কুয়েশ্চন'।

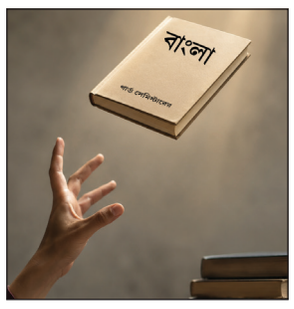

নিম্নমানের কাজে ঠিকাদাররা ফ্যাসাদে

বরুণ মণ্ডল

বর্তমান রাজ্য সরকার দ্বারা নতুন করে সমীক্ষা ও যাচাই পর্বের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্প আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। রাজ্যের পৌরসভা ও পৌরসংস্থা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে শুরু হওয়া রাস্তা, নিকাশি, পানীয় জল, বাতিস্তম্ভের মতো একাধিক প্রকল্পের কাজও আপাতত বন্ধ রাখা হল। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, এমন বহু প্রকল্পও বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে হওয়া কাজের বিল মেটানোর ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে অডিট ও ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন। উন্নয়ন প্রকল্প নির্মাণের গুণমান–প্রয়োজনীয়তা ও টেন্ডার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা খতিয়ে দেখার পরেই নতুন করে দরপত্র দেওয়া হবে।

কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের যে সমস্ত পাড়ায় উন্নয়নের কাজ নির্দিষ্ট করে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়াররা ফাইল তৈরি করে টেন্ডারের পর ঠিকাদারদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, কিন্তু তড়িঘড়ি বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় নির্মাণ শুরু করা যায়নি, সেই প্রকল্পগুলির সমস্তটাই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, যে সমস্ত নতুন কাজ হয়েছে, সেগুলি সরেজমিনে তদন্ত করে, উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা ও টেন্ডারের স্বচ্ছতা বিচার করার পরেই ঠিকাদারদের 'পেমেন্ট দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর।

পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৬০–৭০ শতাংশ প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও কাজের গুণমাণ নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট ইতিবাচক না হওয়া পর্যন্ত কোনও ঠিকাদারকেই বিল মেটানো হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকী পূর্বতন রাজ্য সরকার যে টাকা বরাদ্দ করে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও দপ্তরকে পাঠিয়েছে, সেই অর্থও বর্তমান রাজ্য সরকার ফেরত নিয়ে নিয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার হিসাব সংক্রান্ত দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও যেন কোনও ঠিকাদারের বিল জমা নেওয়া না হয়। দিন কয়েক আগে রাজ্যের সমস্ত পৌরসভাতেই এই তদন্ত শুরু করার জন্য দপ্তরের প্রধান সচিব খলিল আহমেদকে শীর্ষে রেখে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়ে উঠেছে। কমিটি গড়ার পাশাপাশি সরেজমিনে 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পের আওতায় হওয়া সমস্ত প্রকল্পের কাজ তদন্ত করার জন্য ১৮ দিন সময়ও

ধার্য করা হয়েছে। আগামী ১০ জুনের মধ্যে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে হওয়া কাজের সমস্ত তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ২২ মে থেকে পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প হয়েছিল, সেগুলো নিয়ে অডিট ও সরেজমিনে তদন্ত শুরু হয়েছে। আর এরপরেই টাকা পাবেন না, ধরে নিয়ে চিন্তায় ভুলভাল বকতে শুরু করেছে অনেক ঠিকাদার। কারণ একাধিক ঠিকাদার তড়িঘড়ি ফাঁকি দিয়ে নিম্নমানের কাজ করেছে। তাঁদের একাংশ আবার বিলের টাকা না পেলে 'সরকারি ওয়ার্ক অর্ডার হাতে নিয়ে আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দেখা যায়, মধ্য কলকাতার চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে গত ৩০ এপ্রিল পৌর অধিবেশনে প্রশ্ন করেছিলেন, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে যে যে বুথে টাকা বরাদ্দ হয়নি, সেই টাকা কতদিনের মধ্যে বরাদ্দ হবে? ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের ৯০ নম্বর বুথের মানুষ যে সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন, সেই সমাধানের টাকা এখনো বরাদ্দ হয়নি কেন? এই প্রকল্পের অধীনে কলকাতা শহরে অসমাপ্ত কাজগুলি কতদিনের মধ্যে সমাপ্ত হবে? কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম উত্তরে ওই দিন বলেছিলেন, ৯০ বুথে সিভিল ওয়ার্কে ১,৫২,৭২০ টাকার কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজটার জন্য ৭,৬৮,০০০ টাকার কাজটা ৬ মে'র পর ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে কাজটা সম্পন্ন হয়ে যাবে।

তাহলে এখানেই বোঝা গেল পাড়ায় সমাধানের মধ্যে জল কতটা আছে। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি প্রশ্নে বলছে, ৯০ নম্বর বুথে সমস্যার সমাধানের টাকা এখনো বরাদ্দই হয়নি। আর মহানাগরিক উত্তরে বলছে ওই ৯০ নম্বর বুথে সিভিল ওয়ার্কে ১,৫২,৭২০ টাকার কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। অথচ স্থানীয় সজাগসচেতন পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে তা জানলই না। এবার সঠিকরূপে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন হলেই ধরা পড়বে।

লেভেল ক্রসিংয়ের বিপদ দূর করছে পূর্ব রেলের ব্রীজ ও আন্ডারপাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : এমন এক সময় ছিল যখন রেললাইন পার হওয়ার একটি সাধারণ যাত্রাও জীবন এবং সময়ের সাথে এক বড় জুয়া খেলার মতো মনে হত। লেভেল ক্রসিং গেটগুলো কেবল কোনো শারীরিক বাধা ছিল না, এগুলো ছিল উদ্বেগ, অপ্রত্যাশিত বিলম্ব এবং মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রতীক। প্রতিটি ক্রসিং পার হওয়ার সময় মনে মনে একটা নীরব প্রার্থনাই থাকত সুরক্ষার জন্য, যেখানে পরিবারগুলো আশঙ্কায় পথ চেয়ে থাকত কখন তাদের প্রিয়জনরা সুস্থভাবে বাড়ি ফিরবে।

এই সমস্যাগুলো দেখে রেল পূর্ব রেল ঝুঁকিপূর্ণ লেভেল ক্রসিংগুলোর পরিবর্তে রোড ওভার ব্রিজ এবং রোড আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের একটি বিশাল পরিকাঠামোমূলক মিশন হাতে নিয়েছে। এই পরিকাঠামো কাঠামোগুলো গুরুত্বপূর্ণ লাইফ লাইন হিসেবে কাজ করছে– যা রেললাইনে দুর্ঘটনার ঝুঁকি দূর করছে, নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যান চলাচল নিশ্চিত করছে এবং স্থানীয় গতিশীলতার সাথে কোনো আপস না করেই ট্রেনগুলোকে নিরাপদে দ্রুত গতিতে ছুটে চলার সুযোগ করে দিচ্ছে। পুরো জোন জুড়ে এই বিশাল রূপান্তর প্রক্রিয়াটি পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের গতিশীল নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাঁর দূরদর্শী ভাবনার অধীনে, জোনটি সুশৃঙ্খলভাবে উচ্চ–ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করেছে, যাতে এমন মজবুত পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় যা স্থায়ীভাবে সুরক্ষা এবং প্রগতির মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

চলমান এই সুরক্ষা বিপ্লবের বিশালতা পূর্ব রেলের সমস্ত প্রধান ডিভিশন জুড়ে স্পষ্ট, যেখানে সর্বমোট ৫৭৯টি রোড আন্ডার ব্রিজ এবং ২০৭টি রোড ওভার ব্রিজ হয় চালু করা হয়েছে অথবা সেগুলো এই

অঞ্চলের রূপান্তরে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এই পরিকাঠামোগত জোয়ারে নেতৃত্ব দিচ্ছে হাওড়া ডিভিশন, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক নিরাপদ যাতায়াতের পথ তৈরি হয়েছে ২৪৪টি রোড আন্ডার ব্রিজ এবং ৫৩টি রোড ওভার ব্রিজের মাধ্যমে। শহুরে এবং গ্রামীণ যাত্রীদের সুরক্ষায় এর ঠিক পরেই রয়েছে শিয়ালদহ ডিভিশন, যেখানে ১১৯টি রোড আন্ডার ব্রিজ এবং ৩৭টি রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মালদা ডিভিশন ১১২টি রোড আন্ডার ব্রিজ এবং ৫০টি রোড ওভার ব্রিজ তৈরি করে তার আঞ্চলিক সংযোগকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং আসানসোল ডিভিশন ১০৪টি রোড আন্ডার ব্রিজের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক ৬৭টি রোড ওভার ব্রিজ স্থাপন করে প্রধান ট্রাফিক জটগুলো সফলভাবে দূর করেছে। ক্রসিংগুলোর দুর্বলতাগুলোকে দূর করে নিশ্চিত করছে যে রেললাইন এবং সড়ক –উভয় পথেরই যাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত এবং নিরাপদ হয়।

এই প্রকল্পগুলোর গভীর প্রভাবের কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সিপিআরও শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন, প্রতিটি নির্মিত আরওবি এবং আরইউবি জনগণের কাছে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রতীক। আরও বলেন যে, রেলওয়ে কেবল কংক্রিটের কাঠামো তৈরি করছে না, বরং সক্রিয়ভাবে মানুষের মন থেকে ভয় দূর করছে। তিনি উল্লেখ করেন, একটি বন্ধ গেট কখনোই যেন কোনো নাগরিক এবং তার গন্তব্যের মাঝে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন, জেনারেল ম্যানেজারের নির্দেশনায় পূর্ব রেল সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কটিকে পুরোপুরি দুর্ঘটনামুক্ত করতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রয়েছে, যাতে ট্রেন বা সড়ক যেকোনো পথেরই প্রতিটি যাত্রা আরাম, গতি এবং পরম মানসিক শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়।

নেই কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মনোজ কুমার আগরওয়াল রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁর পূর্বতন স্থলে স্থলাভিষিক্ত হলেন আইএএস নীলম মিনা। রাজ্যের নয়া কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক হলেন নীলম মিনা। ২৫ মে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানানো হয়। তাঁর নেতৃত্বে আগামী ৬ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগর এই ২টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হতে চলেছে।

এদিকে, রাজ্যের সিইও অফিসে যে দ্রুততার কাজ হচ্ছে, যেখানে রাজ্যের কলকাতা পৌরসংস্থা ও হাওড়া পৌরসংস্থাসহ একাধিক পৌরসভায় আগামী নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে, সেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশন এই মুহূর্তে কার্যত অভিভাবকহীন। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহাকে পদ থেকে সরে যাওয়ার পর এখনও সেই পদে নতুন কেউ নিয়োগ হয়নি। আবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব নীলাঞ্জন শাণ্ডিল্যও এক নির্দেশ মোতাবেক তার পদে ইস্তফা দেন। এমনকী যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কোনও আধিকারিকও রাজ্য নির্বাচন কমিশনে নেই। এই শূন্যতার মধ্যে কীভাবে দ্রুততার সঙ্গে ওয়ার্ডের সীমানা পুনর্বিন্যাস, আসন সংরক্ষণ ও ভোট প্রক্রিয়া চালানো সম্ভব, তা নিয়ে জোর চর্চা জারি রয়েছে। মন্ত্রিসভা গঠনের পরেই এই বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন রাজ্যের বর্তমান পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

বার্তা

দৃশ্যদুষণ : গঝাঁ চকচকে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে কিন্তু দুর্গন্ধময় রাস্তার ধার। আবর্জনায় ভর্তি মহিষপোতা সংলগ্ন কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে। ছবি : প্রীতম দাস

অপরিষ্কার : হাই রোডে ধাবার পাশে, তেলে–পচা জলে মিশে নালা রয়েছে ভরে, ভাসছে বোতল। ছবি : অভিজিৎ কর

ভাঙন : বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের হুগলি নদীতে বর্ষা আসার আগেই নদীর পাড় বার বার ধসে পড়ে। পাকাপোক্তভাবে বাঁধানোও হয় না। এই নিয়েই বজবজ ২ নম্বর এলাকার লোকরা বিরক্ত। আন্দোলন করেও কিছুই হয়নি এখন আবার বাঁধ ভেঙে পড়েছে। ছবি : অরুণ লোধ

সম্বর্ধনা : ভারত চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হয় রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্যকে। উপস্থিত ছিলেন বণিক সভার সভাপতি নরেশ পাচিসিয়া। বিসিসি–র ১২৫ উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান এন জি খৈতান সহ অন্যান্য সদস্যরা। ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

সাভারকর জয়ন্তী : বাঁকুড়া রানিগঞ্জ মোড়ে সাভারকর মূর্তির পাদদেশে পালিত হল বীর সাভারকরের জন্মজয়ন্তী। ছবি : নিজস্ব

শ্রদ্ধা : বিশ্ব বরেণ্য সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হল নিজ গৃহে এবং বাঁকুড়া প্রেসক্লাবে। ছবি : সুকান্ত কর্মকার

সাঙ্গলিকী

বৈতানিকের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান 'বৈতানিক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে ৭৮ বছর আগে ৭ই আগস্ট ১৯৪৮ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সৌমেন্দ্রনাথের এর উদ্যোগে। তিনি মহর্ষিভবনে আলোচনা সহযোগে

রবীন্দ্রসংগীত অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন, যা তারই প্রতিষ্ঠান বৈতানিকের উদ্যোগে আজও সেই ধারা অব্যাহত।

এই বছর সৌমেন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী। সে উপলক্ষ্যে সদ্য অতিক্রান্ত পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকো মহর্ষিভবনে কবিগুরুর ১৬৬ তম জন্ম দিবস পালিত হল সৌমেন্দ্রনাথের প্রিয় রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে 'সৌমেন্দ্র আলোকে' শীর্ষক অনুষ্ঠান দিয়ে। সংগীত সহযোগে আলোচনার অনুষ্ঠানটিতে আলোচনা ছিল বহুমুখী, তার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের গানগুলি কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্মিত হয়েছিল।

কণ্ঠশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী ও ভাষ্যপ্রবাহে অমিত দাস সহ মোট ১১৩ জন শিল্পী সহযোগে অনুষ্ঠানটিতে অনেকগুলি সমবেত সংগীত ছিল। পাশাপাশি একক ও দ্বৈত গানও ছিল। ছিল শিশুদের স্বতন্ত্র সমবেত গান। 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি' গানটিতে বিভিন্ন বয়সের শিল্পীর কণ্ঠে আমি'র বহুত্বকে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। শ্রী অমিত দাসের বাচন ভঙ্গিতে আলোচনাগুলি রসসিক্ত হয়ে উঠেছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন ড: বনানী দে যার গান অতুলনীয়। মঞ্চের অন্তরালে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে যার সজাগ দৃষ্টি ছিল তিনি 'বৈতানিকে'র প্রাণপুরুষ কর্ণধার বিপ্লব বসু।

এক অসামান্য স্মারক গ্রন্থ

বিধান সাহা : বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবন তাঁর বৈচিত্র্যময়। একাধারে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি ও সাংবাদিক। সাংবাদিকতা করেছেন, বহু পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতাও করেছেন। রবীন্দ্র কাব্যের বিশিষ্ট সমালোচক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ করেছেন। স্বাধীনতার পরে নির্বাচনে অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জনপ্রতিনিধি হয়েছেন।

৫০টির বেশি গ্রন্থের রচয়িতা বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় স্মারক গ্রন্থ।

এই বৃহদায়তন গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন চন্দন সরকার। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেন, অগ্রপথিক চারণ কবির জীবন ও কৃতির চর্চা আমাদের এসময়ের নিদারুণ দিশাহীনতার মধ্যে বিশেষভাবেই যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আর সেই প্রাসঙ্গিকতাকে মনে রেখেই এই সংকলনের উপস্থাপনা।

স্মারক গ্রন্থে শিরোনামাঙ্কিত অধ্যায়ের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই রয়েছে বিজয়লাল স্মরণ। এই অধ্যায়ে প্রকাশিত ৭টি প্রবন্ধই দেবপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা। স্মৃতিকথা অধ্যায়ে ২০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

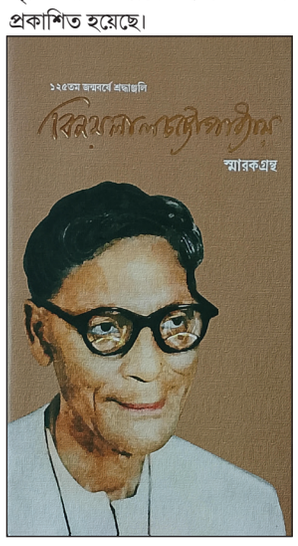

সাংবাদিক বিজয়লাল অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে দুটি প্রবন্ধ। স্বপ্নবাদী কবি অধ্যায়ে ২ টি, বিজয়লাল ও রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে ৪টি, শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলন ও বিজয়লাল অধ্যায়ে ১টি, বিজয়লাল ও ১টি হরিজন পল্লি অধ্যায়ে ৩টি, সমাজবিপ্লবী স্বাধীনতা যোদ্ধা অধ্যায়ে ২টি, চারণ আন্দোলন অধ্যায়ে ৩টি, শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাগার অধ্যায়ে ২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজয়লালের বিভিন্ন পত্রের সমাহার গ্রন্থের পরিশিষ্ট–তে প্রকাশিত হয়েছে। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থও পরিশিষ্ট –তে প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও আলাদা করে প্রকাশিত হয়েছে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের জীবন পঞ্জি ও রচনা পঞ্জি।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিচয় ধরা পড়েছে স্মারক গ্রন্থে গ্রথিত বিভিন্ন রচনায়। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে এক অসামান্য দলিল হয়ে রইলো এই স্মারক গ্রন্থটি। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বৃহদায়তন গ্রন্থটির বোর্ড বাঁধাই বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় স্মারক গ্রন্থ– সম্পাদনা চন্দন সরকার। প্রকাশক ঃ শ্রী রামকৃষ্ণ পাঠাগারের পক্ষে চন্দন সরকার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মূল্য –৭০০ টাকা।

নজরুলকে ফিরে পেতাম না

সমর গঙ্গোপাধ্যায়

ইংরেজ সরকার কথা দিয়েছিলেন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের শেষে ভারতীয়দের স্বায়ত্ত শাসন উপহার দেবেন। দিলেন চেমসফোর্ড সংস্কার নামে একটা হতাশাজনক শাসন ব্যবস্থা। জালিওয়ালা হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি, ব্রিটিশ নৃশংসতার বিরুদ্ধে ভারতীয়দের একমাত্র প্রতিবাদের অস্ত্র গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এই সময় কলকাতায় হাজির হলেন যুদ্ধ ফেরত বাইশ বছরের এক যুবক। চোখে তার স্বাধীনতার স্বপ্ন। হাতে বিদ্রোহের কলম। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কানে এলো এক দুরন্ত আরবী ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অত্যাচারীর নিয়ম নিষেধের বেড়া ভেঙে এগিয়ে এলো এক বৈশাখী ঝড়। বিভিন্ন কাগজে তাঁর লেখা কবিতা ও গদ্য ক্ষেপিয়ে তুললো ইংরেজ শাসককে। সেই বিদ্রোহীর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। আমাদের দুখু মিঁয়া।

'নবযুগ' নামে এক সান্ধ্য পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখতেন নজরুল। সেই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি সংকলিত করে 'যুগবাণী' নামে একটি বই প্রকাশিত হল। ব্রিটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে সেই বই বাজেয়াপ্ত করে। 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক এ.কে. ফজলুল হককে সাবধান করে দেওয়া হয় এবং পত্রিকার সিকিউরিটি মানি ১ হাজার টাকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'নবযুগ' পত্রিকা মধ্যপন্থা নিতে বাধ্য হয়। নানান চাপ আসা সত্বেও নজরুল তাঁর পথ ছাড়েন না। তার 'বিদ্রোহী' কবিতা আগুন জ্বালিয়ে দেয় বাঙালির মনে। একই সঙ্গে বেশ কয়েকটি কাগজে তা ছাপা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাংলা দৈনিক 'বাংলার কথা'–য় প্রকাশিত হল 'কারার ঐ লৌহ কপাট/ভেঙ্গে ফেল করলে লোপাট/রক্তজমাট/শিকল পূজোর পাষাণ বেদী/...। প্রকাশিত হল তার কবিতার বই 'অগ্নিবীণা', বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী বারীন ঘোষকে উৎসর্গ করে। প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন অবনী ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হল সেই বই। তিনি যা লেখেন তার ওপরই সরকারের শ্যেন দৃষ্টি। তাই তিনি লিখেছেন, '...বন্ধু! তোমরা দিলে না ক'দাম/রাজ সরকার রেখেছেন মান!/ যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ–মূল্যে নেন! আর কিছু/শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু?(আমার কৈফিয়ৎ)।

নজরুল চাইছিলেন একটা নিজস্ব পত্রিকা, প্রকাশকও পাওয়া গেল। পত্রিকার নাম ঠিক হল 'ধূমকেতু'। রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন আর্শীবাদ বাণী – 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, আঁধারে বাঁধ, অগ্নিসেতু...' নজরুল পত্রিকা প্রকাশ করবে এর থেকে বড় কথা কিছু হয় নাকি? সেই সময়ের সমস্ত ভিন্নধর্মী বাঙালী লেখক বুদ্ধিজীবীরা শুভেচ্ছা পাঠালেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ পণ্ডিত, সরোজিনী ঘোষ (নাইডু), বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরজা সুন্দরী দেবী, দীর্ঘ সেই নামের তালিকা নাইবা করলাম। মেটকাফ প্রেসের মালিক মণি ঘোষ ছাপতে রাজি হলেন। যদিও জানতেন সরকার এ পত্রিকা বেশীদিন ভালো চোখে দেখবে না। ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট প্রকাশিত হল ৪ পাতা ফুলস্কেপ সাইজের 'ধূমকেতু'। এক পয়সার এই কাগজ বাজারে আসতেই ২ হাজার কপি উবে গেল। দিনে দিনে এই পত্রিকার অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা একটা উত্তাল সময়কে ডেকে আনলো। ভাষা, বিষয় সব অন্যরকম। বেশ কয়েকটা বিশেষ সংখ্যাও বের হলো। 'মোহররম সংখ্যা', 'কংগ্রেস সংখ্যা', 'দেওয়ালী সংখ্যা', 'আগমনী সংখ্যা।' নজরুল পরিস্কার লিখলেন পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে আর 'পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম কানুন বাঁধন শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।' 'অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল। তাতে আসে আসুক বাইরের নির্যাতন, ইংরেজের মার, তাতে তোদের অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরো বেড়েই চলবে। মিথ্যাকে মিথ্যা বললে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বললে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয়, তাতে তোমার আসল নির্যাতন ঐ অন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হয়ে ওঠে, তখন নির্যাতনের আগুন ওই আনন্দের এক ফুঁতে নিভে যায়।' 'ধূমকেতু' পত্রিকা নাকি সন্ত্রাসবাদকে উস্কানি দিচ্ছে, এই অভিযোগে মাস ছয়েক যেতে না যেতে পুলিশ এসে হানা দিল ধূমকেতুর অফিসে। ছাপাখানা থেকে সমস্ত পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে তালা ঝুলিয়ে দিল। পুলিশ সদর দপ্তরে রিপোর্ট আছে, ''... '(Dhamketu)' started from 11th August 1922 Preches emancipation from all restrains – political, social or religious, independent in tone.'' রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ প্রকাশক মহম্মদ আফজালুম হক গ্রেপ্তার হলেন। তিনি সবদোষ নজরুলের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে রাজসাক্ষী হলেন। ফেরার নজরুলকে ধাওয়া করে পুলিশ পৌঁছে গেল কুমিল্লায়। কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে কবিকে হাজির করানো হল কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট সুই'ন হোর আদালতে। শুরু হল তৎকালীন চাঞ্চল্যকর মামলা 'ধূমকেতু' কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাজদ্রোহী কবি। চোখে মুখে তাঁর ভয়হীন এক আশ্চর্য আলো।

সরকারি আইনজীবী একের পর এক 'ধূমকেতু'–র পাতা থেকে সরকার বিরোধী ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক লেখাগুলো পড়ে চলেছেন। রাজসাক্ষী হয়ে ধূমকেতুর প্রকাশক সরকারের অভিযোগকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে, কবিকে সমর্থন করতে মলিন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল বিনা পারিশ্রমিকের আইনজীবী।

রোজ শুনানীর শেষে বিদ্রোহী কবিকে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারক সরকার

স্কেচ : রিয়া দাস

পক্ষের সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ শোনার পর নজরুলকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য বলেন, কবি 'রাজবন্দীর জবান বন্দী' নামে একটা লিখিত বয়ান জমা দিলেন। তিনি বললেন, '... দোষ আমার নয়, আমার বীণারও নয়, দোষ তাঁর যিনি আমার কর্ণে তাঁর বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান! তাঁকে শাস্তি দেবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই। ... আমি সত্যরক্ষার ন্যায় উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যাম শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছেন অগ্রদূত তূর্য বাহক করে। আমি সামান্য সৈনিক যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তাঁর আদেশ পালন করেছি।' ....'বিচারক জানেন, আমি যা বলছি, যা লিখছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়। কিন্তু তবু হয়ত সে শাস্তি দেবেন। কেননা সে সত্যের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য'...।

সুইম হো সাহেব নজরুলের লেখা কিছু বুঝেছিলেন কিনা আমার জানা নেই। পরাধীন দেশে ন্যায়বিচার কেউ আশা করেনা। ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী নজরুলকে ১ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে এই খবর পৌঁছাল। তিনি তার সদ্য লেখা 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠালেন লেখক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে। একজন কনভিক্টকে 'পোয়েট টেগোর' বই 'ডেডিকেট' করছেন শুনে জেলারের তো বিস্ময়ের শেষ নেই। ফিরিঙ্গি অফিসাররা রবীঠাকুরের নাম শুনে ভীড় জমিয়েছেন। আসামী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না,'.. ঈডা হি রীয়েল সো গ্রেট এ ম্যান্। থ্যাঙ্ক হেভেন্স।' সরকারের কাছে খবর পেল যে, আলিপুর জেলে নজরুলের সম্ভ্রম বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চালান করা হল হুগলী জেলে। সেখানে তাকে ছিচ্কে চোর–ডাকাতদের ওয়ার্ডে রাখা হল। অথচ জেলে রাজনৈতিক বন্দিদের ওয়ার্ডে তার থাকার কথা। জেল সুপার মিঃ আর্সটান নজরুলকে সুযোগ তো দিলেনই না। বরং নজরুল প্রতিবাদ করতে তার কপালে জুটলো নির্যাতন। কাজীও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। শুরু করলেন অনশন। জেলার সাহেব তাঁকে অনশন তুলে নেবার জন্য নানান ফন্দি–ফিকির করলেন। কোনো কাজ হলো না। তারপর শুরু হলো ডাণ্ডাবেড়ি ও হ্যান্ডকার্ফ পরিয়ে অত্যাচার। তাতেও কাজ হলো না। বাইরে যাতে খবর না আসে তার জন্য কবির সঙ্গে কাউকেই দেখা করার অনুমতি দেওয়া হত না। কিন্তু জেলের পাঁচিলের মধ্যে কি বিদ্রোহের খবর চেপে রাখা যায়?

এদিকে নজরুলের শরীর ভেঙে পড়ছে অথচ তিনি নাছোড় বান্দা, এসপার–ওসপার লড়ে যাবেন। শুরু হল যন্ত্রণাদায়ক ফরসড ফীডিং। কোনও কাজ হল না। নজরুল যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন হাঙ্গার স্ট্রাইক করে তিনি আত্মহত্যা করবেন। শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করলেন, 'গিব্ আপ্ হাঙ্গার স্ট্রাইক, আওয়ার লিটারেচার ক্লেমস্ ইউ'। এই 'তার' যদি নজরুলের কাছে জেল কর্তৃপক্ষ পৌঁছে দিতেন তাহলে নজরুল হয়তো তার মনোভাব পাল্টাতেন। কিন্তু তার ফিরে গেল 'অ্যাড্রেসী নট্ ফাউণ্ড' চিহ্নিত হয়ে। একমাস পার হয়ে গেল। নজরুলের শরীরের অবস্থা চিন্তা করে দেশবন্ধু জনসভা থেকে কর্তৃপক্ষর কাছে নজরুলের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আবেদন করলেন। সুরওয়ার্দি সাহেব চুঁচুড়ো জেলে ছুটে গেলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিন্তিত মুখে নজরুলকে দেখে ফিরে এলেন। অস্বাভাবিকভাবে নজরুল বেঁচে আছেন। চল্লিশ দিনের দিন কুমিল্লা থেকে এলেন বিরজা সুন্দরী দেবী, 'নজরুলের সঙ্গে তার দেখা করার দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেল।' উনি ভেতরে ঢুকলেন ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে বললেন, খাইয়েছি পাগলাকে। কথা কি শোনে। বলে না। অন্যায় আমি সইব না, শেষ পর্যন্ত আমি হুকুম দিলাম, আমি মা, মায়ের আদেশ সব ন্যায়–অন্যায় বোধের উপরে। চুপ করে গেল।' তারপর বললে– দাও, কি খেতে দেবে। নিজের হাতে করে নেবুর রস খাইয়ে এসেছি।' বিরজা দেবী না থাকলে কবিকে আমরা ফিরে পেতাম না।

'ব্লু মুন' ৩১ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাঁদের কক্ষপথের উপর নির্ভর করে তার চক্র, যা পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণের সময়ের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এই অমিলের কারণেই মাঝে মাঝে একই ক্যালেন্ডার মাসে দুটি পূর্ণিমা দেখা যায়। আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী, মাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমাকেই বলা হয় 'ব্লু মুন'।

আগামী ৩১ মে দেখা যাবে সেই বিরল ব্লু মুন।

'Once in a blue moon' কথাটির অর্থ খুবই বিরল কোনো ঘটনা। তবে বাস্তবে ব্লু মুন ততটা বিরল নয়, যতটা এই প্রবাদে বোঝানো হয়। এমন ঘটনা সাধারণত প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তর ঘটে।

'ব্লু মুন' নামটির উৎপত্তি কীভাবে?

'Blue Moon' শব্দবন্ধটি বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এর আধুনিক অর্থ জনপ্রিয় হয় ১৯৪৬ সালে লেখক James Hugh Pruett–এর মাধ্যমে। তিনি পুরনো Maine Farmers Almanac পড়তে গিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং একই মাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমাকে ব্লু মুন হিসেবে উল্লেখ করেন। পরে এই সংজ্ঞাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 'সিজনাল ব্লু মুন'–এর কথাও বলেন। অর্থাৎ কোনো জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঋতুতে যদি তিনটির বদলে ৪টি পূর্ণিমা হয়, তাহলে তৃতীয় পূর্ণিমাকে সিজনাল ব্লু মুন বলা হয়।

সত্যিই কি চাঁদ নীল হয়ে যায়?

না। 'ব্লু মুন' নামটির সঙ্গে চাঁদের রঙের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি শুধুই একটি ক্যালেন্ডারভিত্তিক নাম। তাই ৩১ মে, ২০২৬–এ চাঁদ স্বাভাবিক পূর্ণিমার মতোই দেখাবে।

পরবর্তী ব্লু মুন কবে?

পরবর্তী সিজনাল ব্লু মুন দেখা যাবে ২০ মে, ২০২৭–এ। আর ২০২৬–এর ৩১ মে, ব্লু মুন হবে আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী একই মাসের দ্বিতীয় পূর্ণিমা।

ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ: একটি বিশ্লেষণ

প্রিয়ম গুহ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এমএইচএ) অবৈধ অভিবাসন এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে সৃষ্ট ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ বা জনসংখ্যাগত পরিবর্তন অধ্যয়নের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে একটি উচ্চ–স্তরের কমিটি গঠন করেছে। কার্যকরী নীতিগত সমাধান প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই প্যানেলটির লক্ষ্য হলো, সরকার কর্তৃক জাতীয় সার্বভৌমত্ব, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং স্থানীয় সামাজিক–সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতি একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত বিষয়টির সমাধান করা।

বাংলাদেশের সঙ্গে অরক্ষিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে এমন রাজ্যগুলিতে—যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং ঝাড়খণ্ড (ট্রানজিটের মাধ্যমে)—ঐতিহাসিকভাবেই অবিচ্ছিন্ন ও অলিখিত অভিবাসন দেখা গেছে।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উদ্বেগ কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়; এটি আসাম আন্দোলনের (১৯৭৯–১৯৮৫) ভিত্তি তৈরি করেছিল, যার ফলস্বরূপ অবশেষে আসাম চুক্তি স্বাক্ষরিত। জাতিগত সংঘাত ও অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির অনুঘটক: এই পরিবর্তনগুলো অধ্যয়নের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন হলো হিংসাত্মক অভ্যন্তরীণ সংঘাতের সাথে এদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।

মণিপুরে চলমান জাতিগত সহিংসতা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উদ্বেগের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। মিয়ানমারে ২০২১–পরবর্তী সামরিক অভ্যুত্থান থেকে পালিয়ে আসা চিন–কুকি শরণার্থীদের ঢল পার্বত্য জেলাগুলির জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বাস্তবতাকে বদলে দিয়েছে।

এর ফলে ইম্ফল উপত্যকায় ভূমি অধিকার ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে মেইতেই সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা তীব্রতর হয়, যা পরিণামে রাজ্যটির অস্থিতিশীলতার প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

অবৈধ অভিবাসন করিডোরগুলো প্রায়শই আন্তর্জাতিক সিন্ডিকেটগুলো মানব পাচার, অস্ত্র চোরাচালান এবং উগ্রপন্থী উপাদানের সম্ভাব্য অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

এই কাঠামোগত অসঙ্গতিগুলো চিহ্নিত করতে এবং শিলিগুড়ি করিডোরের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কৌশলগত করিডোরগুলোকে সুরক্ষিত করতে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা প্রয়োজন ।

আদিবাসী ও উপজাতীয় পরিচয় রক্ষা: ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা অঞ্চল বা উত্তর–পূর্বের ষষ্ঠ তফসিলি এলাকার মতো সম্পদশালী আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে , দশকব্যাপী অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি আদিবাসী সম্প্রদায়গুলিকে তাদের পৈতৃক ভূমিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার হুমকি সৃষ্টি করছে।

১৮৭৬ সালের সাঁওতাল পরগনা প্রজাস্বত্ব আইনের মতো সুরক্ষামূলক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও, অবৈধ অভিবাসীরা প্রায়শই আদিবাসীদের জমি জবরদখল করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ফাঁকফোকরের (যেমন, বেনামি লেনদেন বা সুবিধাবাদী বিবাহ) সুযোগ নেয়।

ভূমি হস্তান্তরের সঠিক পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জনতাত্ত্বিক নিরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক–অর্থনৈতিক ও সম্পদগত অসাম্যের নিরসন: নমুনা নিবন্ধন ব্যবস্থা (এসআরএস)–এর তথ্য অনুযায়ী , ভারতের জাতীয় মোট প্রজনন হার (টিএফআর) হ্রাস পেয়ে ২.০–তে দাঁড়িয়েছে (যা প্রতিস্থাপন স্তর ২.১–এর নিচে)।

তবে, ঐতিহাসিক তথ্য থেকে দেখা যায় যে, কিছু সীমান্তবর্তী জেলায় দশকীয় বৃদ্ধির হার ২৯% থেকে ৪০%–এরও বেশি পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়েছে—যা এমন এক পরিসংখ্যানগত অসঙ্গতি, যা কেবল স্বাভাবিক জন্মহার দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি জন পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা এবং স্থানীয় কৃষি অর্থনীতির উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে, যা জাতিগত সংঘাত ও আর্থ–সামাজিক সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

নমুনা নিবন্ধন ব্যবস্থা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ২০২৩ অনুযায়ী, জাতীয় পর্যায়ে ভারতের মোট প্রজনন হার (TFR) কমে ১.৯–এ দাঁড়িয়েছে, যেখানে গ্রামীণ ভারতের প্রজনন হার প্রথমবারের মতো ২.১–এর প্রতিস্থাপন হারে পৌঁছেছে এবং শহুরে প্রজনন হার আরও অনেক কম, মাত্র ১.৫।

এনএফএইচএস–৫ (২০১৯–২১) অনুসারে, ভারতের মোট প্রজনন হার (টিএফআর) কমে প্রতি মহিলায় ২.০ শিশুতে দাঁড়িয়েছে, যা প্রতিস্থাপন হার ২.১–এর নিচে।

এর অর্থ হলো, একটি প্রজন্ম নিজের প্রতিস্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক সন্তান জন্ম দিচ্ছে না, যার ফলে অবশেষে জনসংখ্যা স্থিতিশীল হবে এবং হ্রাস পাবে (যা আনুমানিক ২০৬০–২০৭০ সালের মধ্যে ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে)।

উত্তর–দক্ষিণ বিভাজন: দক্ষিণ ভারত (কেরালা, তামিলনাড়ু): প্রধানত প্রাথমিক ও কার্যকর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে এই রাজ্যগুলির মোট প্রজনন হার (TFR) উন্নত দেশগুলির (১.৬ – ১.৭) সমতুল্য, এবং এখন তারা চীনের মতো একটি বার্ধক্যগ্রস্ত জনসংখ্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

উত্তর ভারত (বিহার, উত্তর প্রদেশ): এই রাজ্যগুলিতে এখনও মোট প্রজনন হার (TFR) বেশি (২.৪–এর উপরে), যা ভারতের সিংহভাগ তরুণ কর্মশক্তির যোগান দেয়।

শ্রম ঘাটতি পূরণের জন্য উত্তর থেকে দক্ষিণে অভিবাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুফলের সুযোগের অবসান: ভারতে 'তরুণ জনসংখ্যা আধিক্য' রয়েছে, যার মধ্যম বয়স ২৮.৪ বছর (চীনের প্রায় ৪০ বছরের তুলনায়)।

তবে, এই সুযোগ স্বল্পস্থায়ী। অনুমান করা হচ্ছে যে, কর্মক্ষম জনসংখ্যা ২০৪১ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে, অন্যদিকে প্রবীণ (৬০+) জনসংখ্যা আজকের ১৪৯ মিলিয়ন (১০.৫%) থেকে তীব্রভাবে বেড়ে ২০৫০ সালের মধ্যে ৩৪৭ মিলিয়ন (২০.৮%) হবে।

দ্রুত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হলে ভারতের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুফল একটি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিপর্যয়ে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

সামনের পথ

বিশদ তথ্য সংগ্রহ ত্বরান্বিত করুন: তথ্যের গুরুতর ঘাটতি পূরণের জন্য আসন্ন ২০২৭ সালের আদমশুমারি এবং স্থানীয়, বৈজ্ঞানিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিক নিরীক্ষাকে অগ্রাধিকার দিন, যাতে নীতিগত হস্তক্ষেপগুলো অনুমানের পরিবর্তে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হয়।

সীমান্তের প্রযুক্তিগত শক্তিশালীকরণ: শারীরিক টহল থেকে একটি নিশ্ছিদ্র, সেন্সর–ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ গ্রিডে স্থানান্তরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নদী তীরবর্তী এবং অরক্ষিত পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা জুড়ে সিআইবিএমএস–এর পূর্ণাঙ্গ মোতায়েন ত্বরান্বিত করা।

নির্বাসন ও নির্বাচনী অখণ্ডতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: অভিবাসন ও বিদেশী আইন, ২০২৫–এর অধীনে একটি স্বচ্ছ, সময়বদ্ধ আইনি ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং একই সাথে জাল পরিচয়পত্রের অস্ত্রায়ন নিষ্ক্রিয় করার জন্য রাষ্ট্রীয় ভোটার তালিকা নিরীক্ষা করা।

অভ্যন্তরীণ শ্রম গতিশীলতার সমন্বয় সাধন: ভারতের জনতাত্ত্বিক সুবিধা হ্রাস পাওয়ায় এবং উত্তর–দক্ষিণ জন্মহারের ব্যবধান বৃদ্ধি পাওয়ায়, স্থানীয় সামাজিক–জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি না করে বয়স্ক দক্ষিণী রাজ্যগুলির শ্রম ঘাটতি পূরণের জন্য নিরাপদ, অভ্যন্তরীণ আন্তঃরাজ্য অভিবাসনের আনুষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করুন।

এই উচ্চ–পর্যায়ের কমিটি গঠন, প্রতিক্রিয়াশীল সীমান্ত পুলিশি ব্যবস্থা থেকে সরে এসে নীরব জনসংখ্যাতাত্ত্বিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় ও তথ্য–নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে কৌশলগত পরিবর্তনের সূচনা করে। শক্তিশালী প্রযুক্তি এবং কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করা ভারতের নির্বাচনী অখণ্ডতা, আদিবাসীদের ভূমি অধিকার এবং অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

'হারিয়ে যাওয়া এক রেলপথ, ফিরে পাওয়া শেকড়'

পলাশ পান

ছোটবেলা থেকেই বাবার মুখে 'মাটিন রেল'–এর গল্প শুনে বড় হয়েছি। সেই গল্পে ছিল ধোঁয়া–ওঠা ছোট্ট ট্রেন, ধীরগতির চলা, স্টেশনে মানুষের ভিড়, আর গ্রামবাংলার এক সরল, নিরাভরণ ছন্দ। বাবা বলেন , আমার ঠাকুরদা নাকি সেই রেলেই কাজ করতেন—রেলের চাকরির পাশাপাশি সামলাতেন চাষবাসও।

তখন এসব গল্প শুনে মনে হতো, যেন অন্য এক জগতের কথা—আমার সময়ের বাইরে, ছোঁয়ারও বাইরে।

'মাটিন রেল'—যার প্রকৃত নাম 'মার্টিনস্ লাইট রেলওয়ে' একসময় বাংলার গ্রামাঞ্চলের শিরা–উপশিরায় ছড়িয়ে ছিল। বিশেষত, হাওড়া ও হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই রেলই ছিল মানুষের যাতায়াত, জীবিকা এবং দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সেদিন হুগলির গরলগাছা গ্রামের এক গাছতলায় বসে দুপুরের রোদ থেকে একটু আশ্রয় নিচ্ছিলাম। চারপাশে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—শুধু বাতাসের মৃদু সুর, আর দূরে পাখির ডাক। ঠিক তখনই চোখে পড়ল একটি পুরনো বোর্ড 'কালিপুর স্টেশন'(প্রতিদিন এই পথ দিয়ে যাওয়া হলেও বোর্ডটি আগে কখনো নজরে আসেনি। হয়তো কেউ স্মৃতি ধরে রাখার এক নীরব প্রয়াসে নতুন করে রং করেছে তাকে)– মুহূর্তের মধ্যে যেন সময়ের পর্দা সরে গেল।

নীরবতার ভেতর ভেসে উঠল অন্য এক জগত—ধীরগতির ট্রেনের ছুটে চলা, হুইসেলের তীক্ষ্ণ সুর, মানুষের কোলাহল। মনে হল, আমি যেন বর্তমান থেকে সরে গিয়ে প্রবেশ করেছি অতীতের এক জীবন্ত দৃশ্যপটে। ভাবতে লাগলাম হয়তো এই পথ দিয়েই কোনো একদিন হেঁটে গিয়েছিলেন আমার ঠাকুরদা। হয়তো এই স্টেশনেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছিলেন সেই ছোট্ট ট্রেনটির জন্য।

মাটিন রেল—ব্রিটিশ আমলে মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানীর উদ্যোগে গড়ে ওঠা এক সরু–গেজ রেলব্যবস্থা। গেজ মাত্র ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। উনিশ শতকের শেষ দশকে যার সূচনা, আর ধাপে ধাপে যার অবসান ঘটে বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সত্তরের দশকের মধ্যে। স্থানীয় মানুষের মুখে 'মার্টিন' হয়ে ওঠে "মাটিন"—এই নামান্তর যেন তাকে আরও ঘরোয়া, আরও আপন করে তোলে।

হাওড়া থেকে শুরু করে হুগলির অন্তর্গত জনপদ—তেলকল ঘাট, হাওড়া ময়দান, পঞ্চাননতলা, কদমতলা, দাসনগর, বালি খাল, কালিপুর, চণ্ডীতলা, জনাই, মশাট, ফুরফুরা শরীফ হয়ে শিয়াখালা—এই পথ বেয়ে এগিয়ে যেত সেই সরু লাইনের ট্রেন।

কোথাও বড় প্ল্যাটফর্ম ছিল না। অধিকাংশ স্টেশনই ছিল মাটির চৌকি, টিনের ছাউনি, আর একফালি ছায়ার আশ্রয়। তিন ধাপ পাদানি পেরিয়ে সহজেই উঠে পড়া যেত কামরায়—আবার সেই পথেই নামা। মার্টিন রেলের স্টেশনগুলো ছিল যেন এক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। চায়ের দোকান, গল্পগুজব, অপেক্ষার অলস সময়—সব মিলিয়ে এক নিজস্ব ছন্দে বাঁচত তারা। এই রেল কেবল যাতায়াতের মাধ্যম ছিল না—ছিল গ্রামবাংলার এক অদৃশ্য সংযোগসূত্র। কৃষক তার পণ্য নিয়ে শহরে পৌঁছত, ছাত্র শহরে পড়তে যেত, ছোট ব্যবসা গড়ে উঠত স্টেশন ঘিরে।

এক প্রবীণ বাসিন্দা অতীনবাবুর কথায়, 'মার্টিন রেল না থাকলে আমাদের পক্ষে শহরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এই ট্রেনই আমাদের জীবনের দরজা খুলে দিয়েছিল।'

'১৯৭১ সালে এই রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।' সেই কথা বলতে গিয়ে রফিকুলবাবুর গলা কেঁপে ওঠে, চোখের কোণে জমে ওঠে জল। যেন এক যুগের অবসান তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতির মধ্যেই আবার ফিরে আসে।

তবে ইতিহাস শুধু তথ্য নয়—তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লোককথা, স্মৃতি, আর গল্প। শোনা যায়, গ্রামের মেয়েরা রেললাইনে সিঁদুর মেখে ছড়া কাটত—

"রেল রেল রেল, তোমার পায়ে দিই দেল।"

কেউ আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে লাইনে শুয়ে থাকলে, ধীরগতির ট্রেন থামিয়ে ড্রাইভার নিজেই নেমে এসে তাকে বোঝাতেন—ফিরিয়ে দিতেন জীবনের দিকে।

কোনও চাষি অনুরোধ করলে মাঝপথেই ট্রেন থেমে যেত—তার মাচার লাউ পৌঁছে দিত পরিচিতের বাড়িতে। এমনকি পুকুরের মাছও কখনো কখনো উঠে পড়ত গার্ডের কামরায়।

কোনও গ্রাম্য মহিলা হাঁটছেন লাইনের পাশ দিয়ে—ড্রাইভার ডাকছেন, 'মাসি, উঠে পড়ো।' উত্তর আসছে 'তুমি যাও বাবা, আমার তাড়া আছে।' এমনই ছিল সেই রেলের গতি—মানুষের হাঁটার গতির চেয়েও ধীর, কিন্তু জীবনের ছন্দের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে একাত্ম।

স্বাধীনতার পর সড়কপথের উন্নতি, বাস পরিষেবার প্রসার—সব মিলিয়ে গুরুত্ব হারাতে থাকে এই রেলপথ। একে একে বন্ধ হয়ে যায় লাইনগুলো। উঠে যায় রেললাইন, ভেঙে পড়ে স্টেশন—আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যেতে থাকে এক যুগের চিহ্ন। আজ রয়ে গেছে শুধু কিছু ভাঙা দেওয়াল, ম্লান বোর্ড, আর লোকমুখে ভেসে বেড়ানো গল্প। মার্টিন রেল ছিল না কোনো বিলাসবহুল যাত্রা। তবু, তার প্রতিটি কামরায় ছিল মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম আর এগিয়ে যাওয়ার গল্প।

আজ সেই রেল নেই! তবু, সেই পথ ধরে হাঁটলে এখনও যেন কানে ভেসে আসে একটি দূরাগত হুইসেল, যা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে সময়ের গভীরে।

আতশ কাচে

ভারতের ম্যাচ

ভারতের পুরুষ ফুটবল দল তাজিকিস্তানের বিরুদ্ধে আগামী ৫ ও ৯ জুন হিসোরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ইউনিটি কাপ শেষ করে ৩১ মে তাজিকিস্তানের উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেবে ভারত।

ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতি

আইএসএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দুই ফুটবল প্রতিযোগিতা খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তবে সরাসরি গ্রুপ পর্বে খেলতে পারবে না লাল হলুদ। আগামী ১২ আগস্ট কলকাতায় প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। সেই ম্যাচ জিতলে মিলবে গ্রুপ পর্বের ছাড়পত্র। কুয়েত প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন দলের বিরুদ্ধে এই ম্যাচ খেলবে আই এস এল চ্যাম্পিয়ন। জুলাই মাস থেকেই এই ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গল শুরু করবে বলে ক্লাব সূত্রে খবর।

ভারতের জয়

গোয়ার মারগাঁওয়ে মহিলাদের সাফ কাপ ফুটবলে ভারত ১১–০ গোলে মালদ্বীপকে হারিয়ে দিয়েছে। প্রথমার্ধে ভারত ৫–০ গোলে এগিয়ে ছিলো। আবেকা সিং হ্যাটট্রিক সহ চারটি গোল করেছেন, প্রিয়াঙ্কা দেবী নাওরেম, করিশ্মা দুটি করে গোল করেছেন। পেয়ারি জাজা, অধিনায়ক গ্রেস দাংমেই, সঙ্গীতা বাসফোর একটি করে গোল করেছেন।

চ্যাম্পিয়ন বেহালা

বেহালা স্পোর্টস কর্নার কলকাতা হকি লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। হাওড়ার ডুমুরজলায় অ্যাস্ট্রোটার্ফ মাঠে চূড়ান্ত পর্বের ম্যাচে বেহালা স্পোর্টস কর্নার ৩–১ গোলে অরোরা অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়ে দিয়েছে।

অ্যাথলেটিক্সে পদক

অ্যাথলেটিক্সে, ভারত, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ আল্ট্রারানার্স আয়োজিত, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে একটি সোনা সহ মোট পাঁচটি পদক জিতে ইতিহাস গড়েছে। জাপানের হিরোসাকি সিটিতে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায়, অমর সিং দেবান্দা সোনা জেতেন। রুপো জেতেন গিনো অ্যান্টনি। পুরুষদের বিভাগে ব্রোঞ্জ পদকও জয় করে ভারত।

হার মেদিনীপুরের

উত্তর ২৪ পরগনা মহিলাদের আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব ১৮ একদিনের ক্রিকেটে বিজয়ী হয়েছে। ফাইনালে তারা ১০ উইকেটে মেদিনীপুরকে পরাজিত করেছে।

প্রয়াত ক্রিকেটার

কর্ণাটকের তরুণ ক্রিকেটার এসএল অক্ষরের অকাল প্রয়াণে ক্রীড়া মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বেঙ্গালুরুর কে আর পূরমের মাঠে ফিল্ডিং করার সময় তিনি বুকে ব্যাথা অনুভব করেন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে বলে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডোড্ডা গণেশ জানিয়েছেন।বয়স হয়েছিল ৩৯ বছর। লোকেশ রাহুল, রবীন উথাপ্পার প্রাক্তন সতীর্থ অক্ষর কর্ণাটকের হয়ে ৬টি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ খেলেছেন। নিয়েছেন ১৮ টি উইকেট।

কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ

এশিয়ান অনূর্ধ্ব–২৩ কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় কুস্তিগীররা একটি সোনা, দুটি রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছেন। ভিয়েতনামের দা নাং–এ পুরুষদের গ্রেকো–রোমান বিভাগে, সুমিত দালাল ৬৩ কেজি ওজনের ফাইনাল ম্যাচে উজবেকিস্তানের ওজোদবেক খালিমবোয়েভকে ১২–২ ব্যবধানে হারিয়ে সোনা জয় করেন।

জয়ী উত্তর

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তাদের আর্থিক সমস্যার সমাধানে দুই রাজনৈতিক দলের সহায়তা চেয়েছে। ক্লাবের তরফে এক সাংবাদিক বৈঠকে সচিব ইশতিয়াক আহমেদ জানিয়েছেন, স্পন্সর সমস্যা মেটাতে দুই বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী হুমায়ুন কবীরকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

কিক বক্সিংয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের সাফল্য

সুমনা মণ্ডল: রাজ্য স্তরের কিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রতিযোগীরা। সোনা ও ব্রোঞ্জ পদক জিতে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন অনন্যা মাল ও পি. শ্রী. প্রিয়ে। তাঁদের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া জেলার ক্রীড়া মহলে।

শুক্রবার খড়্গপুরের ইউনিভার্সাল ট্রেনিং হাবে পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সফল প্রতিযোগীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজদেও সিং, সম্পাদক কৌশিক দাস এবং অভিভাবকেরা।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, জেলা প্রতিযোগিতায় ১৭ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। তার মধ্যে ১০ জন সোনা, ৫ জন রুপো এবং ২ জন ব্রোঞ্জ পদক জেতে। সেখান থেকে চারজন প্রতিযোগী শিলিগুড়ির কদমতলায় বিএসএফ ক্যাম্পে আয়োজিত ষষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়।

রাজ্য প্রতিযোগিতায় অনন্যা মাল সোনা এবং পি. শ্রী. প্রিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতে আগামী জুন মাসে মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজদেও সিং বলেন, আগামী দিনে আরও বেশি ছেলে–মেয়েকে এই খেলায় যুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েই এগোতে চায় সংস্থা। তাঁর মতে, কিক বক্সিং শুধু ক্রীড়া নয়, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের পুষ্পস্তবক ও মানপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

পূর্ব বর্ধমানের ঝুলিতে ১৪ পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার স্পেশ সার্কেলে আয়োজিত অল বেঙ্গল স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কাড়ল পূর্ব বর্ধমান স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগীরা। ৫২ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ১১ জন মিলে মোট ১৪টি পদক জিতে জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে।

বর্ধমানে সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের কর্মকর্তারা শান্তনু ঘরুই, অর্কদেব ঘোষ ও মানস সিংহ চৌধুরী জানান, আগামী লক্ষ্য জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা। আগামী ৭ থেকে ৯ আগস্ট চুঁচুড়ার টেকনো ইন্ডিয়া স্পোর্টস ইউনিভার্সিটিতে ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অর্কদেব ঘোষ জানান, এবারের প্রতিযোগিতায় দেবারতি সরকার ও মৌপর্ণা ঘোষ কাতা ও কুমিতে রাজ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ১২টি জেলার প্রায় ২৩৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে পূর্ব বর্ধমানের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে দাবি সংগঠনের। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আরও সাফল্যের লক্ষ্যের কথাও জানান কর্মকর্তারা। তাঁদের মতে, জাতীয় প্রতিযোগিতার পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। পাশাপাশি এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি ও বিভিন্ন সংস্থার ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।

বাংলা ক্রিকেটে নতুন কোচিং ব্রিগেড

চমক মনোজ–অনুষ্টুপ, বাদ সৌরাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী মরশুমের জন্য বাংলা ক্রিকেটের নতুন কোচিং কাঠামো চূড়ান্ত করল সিএবি। সিনিয়র দল থেকে বয়সভিত্তিক সমস্ত বিভাগের কোচিং তালিকায় যেমন একাধিক নতুন মুখ উঠে এসেছে, তেমনই কিছু সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। সিনিয়র দলের প্রধান কোচ হিসেবে ফের দায়িত্বে থাকছেন লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তাঁর কোচিংয়েই বাংলা একাধিকবার রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনাল ও ফাইনালে উঠেছিল। সহকারী ও ব্যাটিং কোচ হিসেবে আনা হচ্ছে মুম্বইয়ের অভিজ্ঞ সুরেন্দ্র ভাবেকে। তবে বোলিং কোচের পদ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এই পদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার শন টেটের নাম আলোচনায় রয়েছে।

সবচেয়ে বড় চমক, দীর্ঘদিনের সফল কোচ সৌরাশিস লাহিড়ীর নাম নেই নতুন তালিকায়। গত কয়েক বছরে অনূর্ধ্ব–২৩ ও অনূর্ধ্ব–১৯ দলে সাফল্য এনে দেওয়া সত্ত্বেও

তাঁকে দায়িত্ব না দেওয়ায় ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন উঠেছে। সিএবি–র দাবি, কোচ নির্বাচন কমিটির কাছে তাঁর প্রেজেন্টেশন পছন্দ হয়নি।

অন্যদিকে, ক্রিকেট থেকে অবসরের পর এবার কোচিংয়ে হাতেখড়ি হতে চলেছে বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারির। তাঁকে অনূর্ধ্ব–১৯ দলের প্রধান কোচ করা হচ্ছে। একইভাবে অনুষ্টুপ মজুমদারও কোচিং প্যানেলে যোগ দিচ্ছেন। অনূর্ধ্ব–২৩ দলে বিশেষ দায়িত্ব পেতে চলেছেন তিনি। গতবারের মতো অনূর্ধ্ব–২৩ দলের দায়িত্বে থাকছেন ঋদ্ধিমান সাহা। তাঁর সহকারী হিসেবে আসছেন প্রাক্তন পেসার সাবির আলি। পাশাপাশি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রাক্তন কোচ রাজীব দত্তকেও বিশেষ দায়িত্বে আনার পরিকল্পনা করছে সিএবি। সব মিলিয়ে আগামী মরশুমে বাংলা ক্রিকেটে নতুন কোচিং দর্শন ও নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

রাজ্য সাঁতার সংস্থায় ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান কমিটি ভেঙে চার সদস্যের অ্যাড–হক কমিটি গঠন করল সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া। বার্ষিক সভা ও কমিটি গঠনে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নতুন অ্যাড–হক কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে শৈবাল কুমার শাহকে। পাশাপাশি ডাইভিং, ওয়াটার পোলো ও সাঁতারের দায়িত্বে রয়েছেন তারকনাথ হাইত, তারকনাথ শাহ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ। আসন্ন ৭৯তম জাতীয় সিনিয়র সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলার সাঁতারুদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার দায়িত্বও দেওয়া

হয়েছে এই কমিটিকে।

গত বছর অক্টোবরেই রাজ্য সাঁতার সংস্থায় পালাবদল ঘটে। সভাপতি হন দেবাশিস কুমার এবং সচিব পদে আসেন কঙ্কণ পানিগ্রাহী। তবে নতুন কমিটির বৈধতা নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক ছিল। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর ও কোচবিহারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিয়ে আপত্তি তোলে ফেডারেশন। এই পরিস্থিতিতে ফের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল রাজ্য সাঁতার। আগামী দু'মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন করে স্থায়ী কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সুইমিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া।

জয়ী খিদিরপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : খিদিরপুর স্পোটিং ক্লাব সিএবি প্রথম ডিভিশন সিনিয়র নক আউট ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সল্ট লেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা ৭ উইকেটে এরিয়ান ক্লাব কে হারিয়ে দিয়েছে। জয়ের জন্য ২৪৫ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে খিদিরপুর ক্লাব ৪২ ওভার পাঁচ বলে তিন উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। এরআগে প্রথমে ব্যাট করে এরিয়ান ৪৬ ওভার চার বলে সবকটি উইকেট হারিয়ে করেছিল ২৪৪ রান।

ফুটবলের হোলি ট্রিনিটির কি শেষ বিশ্বকাপ ২০২৬?

সুমন সরদার : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে এখন থেকেই আবেগে ভাসছে বিশ্ব ফুটবল। কারণ, এটাই সম্ভবত হতে চলেছে লিওনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং নেইমারের শেষ বিশ্বকাপ। আধুনিক ফুটবলের এই তিন মহাতারকাকে অনেকেই 'ফুটবলের হোলি ট্রিনিটি' বলে থাকেন। গত প্রায় দুই দশক ধরে তাঁদের ঘিরেই তৈরি হয়েছে ফুটবলের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আবেগ এবং স্মরণীয় মুহূর্ত।

২০২৬ বিশ্বকাপের সময় মেসির বয়স হবে ৩৯, রোনাল্ডোর ৪১ এবং নেইমারের ৩৪। এই কারণেই ফুটবলবিশ্বের একাংশ ইতিমধ্যেই আসন্ন বিশ্বকাপকে 'শেষ নৃত্য' হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।

২০২২ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানোর মাধ্যমে মেসি নিজের ক্যারিয়ারকে পূর্ণতা দিয়েছেন। বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, ব্যালন ডি'অর– সব বড় সাফল্যই তাঁর ঝুলিতে। তবু ২০২৬ বিশ্বকাপ তাঁর কাছে হতে পারে এক আবেগঘন বিদায়ের মঞ্চ।

অন্যদিকে, রোনাল্ডোর সামনে এখনও বিশ্বকাপ জয়ের অপূর্ণ স্বপ্ন রয়ে গিয়েছে। ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলে অসংখ্য সাফল্য পেলেও বিশ্বকাপ ট্রফি এখনও তাঁর অধরা। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপকে অনেকেই তাঁর শেষ বড় লড়াই হিসেবে দেখছেন। নেইমারের গল্পটা আবার আলাদা। অসাধারণ প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও চোট এবং ধারাবাহিকতার অভাব বারবার তাঁকে পিছিয়ে দিয়েছে। তাই আগামী বিশ্বকাপ তাঁর কাছে শুধু ট্রফির লড়াই নয়, নিজের উত্তরাধিকার রক্ষার মঞ্চও।

ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই তিনজন শুধু তারকা নন, তাঁরা একটি প্রজন্মের পরিচয়। মেসি শিখিয়েছেন শিল্প, রোনাল্ডো শিখিয়েছেন কঠোর পরিশ্রম আর নেইমার শিখিয়েছেন আনন্দের ফুটবল।

তাই ২০২৬ বিশ্বকাপ যদি সত্যিই তাঁদের শেষ বিশ্বকাপ হয়, তবে সেটি শুধু তিনজন কিংবদন্তির বিদায় নয়, আধুনিক ফুটবলের এক স্বর্ণযুগের সমাপ্তিও হয়ে থাকবে।

বেস ক্যাম্প অভিযানে বাঁকুড়ার দুই শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটি স্বপ্ন, একটি লক্ষ্য—এক পা এক পা করে সাফল্যের শিখরে। স্বপ্ন, সাহস, অধ্যবসায় এবং প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসাকে সঙ্গী করে নেপালের হিমালয় অঞ্চলে সফলভাবে সম্পন্ন হল এভারেস্ট বেস ক্যাম্প (৫,৩৬৪ মিটার) এবং আমা দাবলাম বেস ক্যাম্প (প্রায় ৪,৬০০ মিটার) অভিযান। এই অভিযানে অংশ নেন বাঁকুড়া জেলার হেতিয়া গ্রামের দুই প্রাথমিক শিক্ষক গণপতি পাল ও ফাইজুল শেখ। তাঁদের সঙ্গে আরামবাগ থেকে আরও ৬ জন ট্রেকার যোগ দেন। মোট ৮ জনের দল একসঙ্গে এই দুঃসাহসিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

১৫ মে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে গাড়ি যোগে সুরকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে দলটি সুরকে পৌঁছায়। পরদিন, ১৬ মে, সুরকে থেকে শুরু হয় প্রকৃত ট্রেকিং যাত্রা। প্রথম দিনের গন্তব্য ছিল ফাকডিং। দুধকোশী নদীর গর্জন, ঝুলন্ত সেতু এবং পাহাড়ি গ্রামের মনোরম পরিবেশ ট্রেকারদের মুগ্ধ করে। ১৭ মে ফাকডিং থেকে যাত্রা করে দলটি পৌঁছায় বিখ্যাত পাহাড়ি শহর নামচে বাজারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩,৪৪০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই জনপদকে এভারেস্ট অঞ্চলের প্রবেশদ্বার বলা হয়। এখানকার অপরূপ সৌন্দর্য এবং তুষারাবৃত শৃঙ্গের দৃশ্য অভিযাত্রীদের নতুন উদ্দীপনা জোগায়।

১৮ মে নামচে বাজার থেকে দলটি পৌঁছায় প্যাংবোচে। পথজুড়ে চোখে পড়ে হিমালয়ের অসাধারণ দৃশ্য, বৌদ্ধ মঠ এবং শেরপা সংস্কৃতির অনন্য পরিচয়। ১৯ মে অভিযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য আমা দাবলাম বেস ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বিশ্বের অন্যতম সুন্দর পর্বত আমা দাবলামের পাদদেশে পৌঁছে অভিযাত্রীরা এক অনন্য অনুভূতির সাক্ষী হন। তুষারশুভ্র শৃঙ্গের নীরব মহিমা এবং প্রকৃতির বিশালতা তাঁদের গভীরভাবে স্পর্শ করে।

২০ মে প্যাংবোচে থেকে যাত্রা করে দলটি পৌঁছায় ডিংবোচে। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপও বদলে যেতে থাকে। গাছপালা কমে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে পাথুরে ও তুষারাচ্ছন্ন ভূদৃশ্য। ২১ মে ডিংবোচে থেকে লোবোচে পৌঁছে অভিযাত্রীরা শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি নেন। শারীরিক ক্লান্তি ও উচ্চতার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁদের মনোবল ছিল অটুট।

অবশেষে ২২ মে বহু প্রতীক্ষিত দিন। লোবোচে থেকে দীর্ঘ ও কঠিন পথ অতিক্রম করে দলটি পৌঁছে যায় এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তাঁরা উদযাপন করেন

তাঁদের সাফল্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৩৬৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এভারেস্ট বেস ক্যাম্পে পৌঁছানো ছিল তাঁদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ।

গণপতি পাল ও ফাইজুল সেখ জানান, এই অভিযান শুধুমাত্র একটি ট্রেক নয়, বরং নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁরা বলেন, 'প্রকৃতির বিশালতা, পাহাড়ের নীরবতা এবং প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সাফল্য আমাদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু–বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীদের উৎসাহ ও আশীর্বাদের ফল।'

বাঁকুড়ার হেতিয়া গ্রামের দুই প্রাথমিক শিক্ষকের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে জেলার জন্য গর্বের বিষয়। তাঁদের এই অভিযাত্রা আগামী প্রজন্মকে সাহস, অধ্যবসায় এবং স্বপ্নপূরণের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

উত্তরবঙ্গ ফুটবল কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহাসমরহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উত্তরবঙ্গ ফুটবল কাপ। রবিবাসরীয় ছুটির দিনে ফাইনাল ম্যাচের টান টান উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত উপভোগ করতে দর্শকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ৩ দিনব্যাপী উত্তরবঙ্গ ফুটবল কাপের আর ছিল চূড়ান্ত দিন। মহিলা ও ভেটারেন্স বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ফুটবল প্রতিযোগিতার এই বছর ষষ্ঠ তম বর্ষ ছিল। প্রতিবারের মতো এবারও ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হল এই প্রতিযোগিতা। সম্প্রতি মহিলাদেরও ভেটারেন্স বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচ দেখতে দর্শকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজয়ী ও রানার দলকে ট্রফি

দাওয়া হয়। এছাড়া অংশগ্রহণ করা খেলোয়াড়দের জন্যও ছিল ট্রফি।

এই ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা উত্তরবঙ্গে ফুটবলকে সমৃদ্ধশালী করবে এমনটাই জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। নিঃসন্দেহে এই ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকেই আগামীদিনে ফুটবলাররা উঠে আসবে। সাধুবাদ জানাতেই হয় উদ্যোক্তাদের।

দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনতুন সমস্যার প্রতিকার জানতে
পড়তেই হবে

কি রয়েছে

- নারীপাচার ও তার প্রতিকার
- ডাকাতির কবলে পড়লে
- প্রতারণার ফাঁদ
- পুকুর ভরাট
- মোবাইল যখন শত্রু হয়
- বিজ্ঞাপনে বিপদ
- হায়রে চিংড়ি
- আরো অনেক কিছু .....

একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা থেকে তুলে এক মলাটের মধ্যে এনে দিয়েছে নিখিল বঙ্গ প্রকাশনী

এখনই সংগ্রহ করুন

দাম মাত্র ৩০/– টাকা

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com